গীতিপুষ্পাঞ্জলি।

১১ নম্বর পটুয়াটোলা লেন-নিবাসী

শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বি, কে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার্সের

জয়ন্তী প্রেসে, ১এনং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,

শ্রীললিত কুমার চক্রবর্ত্তীর দ্বারা

মুদ্রিত।

আশ্বিন ১৩২২

উৎসর্গ।

মা সন্তোষিণি!

মা মনুরাণি!

গোলোক ত্যাগ করিয়া দু'দিনের জন্য তোমরা দু'টীতে আমার গৃহে খেলা করিতে আসিয়াছিলে, লীলা সাঙ্গ করিয়া আবার দুই বোনে চিন্ময়ী ও হ্লাদিনীরূপে সেই সচ্চিদানন্দময়ের দুই পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছ; তাই আজ তোমাদের ত্রিভুবন-মোহিনী ত্রয়ীমূর্ত্তির বিমল জ্যোতির্ম্ময়ী মাধুরী হৃদয়ে ধ্যান করিয়া উদ্দেশে এই "গীতিপুষ্পাঞ্জলি" অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করিলাম।

তোমাদের হতভাগ্য

পিতা

ভূমিকা।

পূর্ব্বে কখন কখন প্রাণের আবেগে এক আধটী গান বাঁধিতাম, কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে অবকাশ পাইলেই সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি ; কারণ আমার আধ্যাত্মিক বন্ধুগণ ঐ গুলি শ্রবণ করিলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই আগ্রহ ও নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রায় দুইশত গানের মধ্যে ১১৩টী এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা আমার প্রাণের দেবতাকে ভালবাসেন এগুলি পড়িয়া তাঁহারা প্রাণে একটু আনন্দ অনুভব করিলে আমি কৃতার্থ হইব। ইতি—

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

গীতিপুষ্পাঞ্জলি।

রামপ্রসাদী সুর।

(আমার) মাকে কেন বলিস্ কালো ?
(সে যে) জ্যোতির জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়ী ত্রিজগত করে আলো ;
রবি শশী গ্রহতারা কোথায় আলো পেত' তারা
হ'ত সবে দিশহারা যদি তারা হ'ত কালো ;
মায়ের রূপের ছটা দেখে বিজলী উঠে চমকে
(শেষে) হেসে হেসে জিজ্ঞাসেরে তোরা কা'রে বলিস্ কালো ?
রূপেতে যার জগৎ আলো তার পানে কে চাইবে বলো
(তোরা) চাইতে পারিস্ না ব'লে মা কি আমার হ'বে কালো ?
ভাল রে ভাল বল্ দেখি রে তোরা কি কেউ দেখেছিস্ তাঁরে ?
কেমন ক'রে জান্‌লি তবে মা আমার কালো কি ধোলো ?
দীন হীন কাঙ্গালে বলে জগতে জানে সকলে
অন্ধের পক্ষে সবই সমান কিবা আঁধার কিবা আলো ॥ ১ ॥

১১ই আষাঢ় ১৩০০

রেহাগ খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

উরগো হৃদয় মাঝে হর-হৃদিবিলাসিনি!
মরমে পুড়িয়া মরি কোথা শান্তিবিধায়িনি!
সংসারের দুঃখ তাপ তাহে পাপ-পরিতাপ
সহিতে না পারি আর ওমা তারা ত্রিনয়নি!
সন্তান পাতকী হ'লে মা কি কভু পায়ে ঠেলে?
অধমে দে দেখা মাগো অধমজন-তারিণি!
পেলে তব দরশন জুড়াবে পরাণ মন
যতনে ধরিব হৃদে শ্রীচরণ-সরোজিনী ॥ ২ ॥

১৪ই আশ্বিন ১৩০০

রামকেলী বাহার—ঢিমে তেতালা।

জয় কালী জয় কালী ব'লে কালি দে ভাই কালের গালে,
কেমন দেখায় আয় দেখি ভাই! কালোয় কালি মিশাইলে;
কালের মুখে মাখিয়ে কালি কালী ব'লে দে ভাই তালি,
কালী কালী কালী ব'লে নাচি আয় ভাই তালে তালে;
বুকে কালি মুখে কালী বলি কালী মাখি কালি,
কালী নিয়ে সদাই খেলি আমরা কেলে মায়ের ছেলে;
কাল পেয়ে কাল আস্‌বে যবে কালী কালী বল্‌ব সবে
ভয়েতে কাল কালী হবে হাস্‌ব ব'সে মায়ের কোলে ॥ ৩ ॥

১৫ই চৈত্র ১৩০০

ভৈরবী—আড়া।

তার মা তার মা তারা দুস্তরে নিস্তার,
বিতরি চরণ-তরি তনয়ে তোমার ;
অকূল পাথারে ভাসে তোমা বিনা জানে না সে,
তুমি না তারিলে তারে কেহ নাহি তার ;
বিষয়-বাসনা-পাশ তাহে মায়া-মোহ-ফাঁশ
গলে বাঁধা রুদ্ধ-শ্বাস বাঁচে না সে আর ;
কোলে তুলে নে মা তারা তনয় যে হ'ল সারা
তোমা বিনে নাহি অন্য ভরসা তাহার ॥ ৪ ॥

১৫ই বৈশাখ ১৩০১

ভৈরবী—আড়া।

কিঙ্করে করুণাময়ি ! ঠেল' না চরণে,
কেহ তার নাহি আর ওমা তোমা বিনে ;
সহি মা যত যাতনা ব'লে জানাতে পারি না,
ঘুচাও মনোবেদনা নিজ কৃপাগুণে ;
সতত জ্বলিছে প্রাণ তুমিত সকলি জান,
কর গো মা পরিত্রাণ দীন হীন জনে ;
যদি না কর করুণা 'মা' ব'লে আর ডাকিব না,
ত্যজিব রাজীব-পদে এ ছার জীবনে ॥ ৫ ॥

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

খাম্বাজ—তেতালা।

সর্ব্বনাশীর রকম দেখে সদাই মনে হাসি পায়,
(সে যে) ভয়ঙ্করা মনোহরা মাগীটাকে চেনা দায়;
চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাংটা হ'য়ে,
(ও সে) এলোকেশে হেসে হেসে আস্ত মানুষ ধ'রে খায়;
মুণ্ডমালা পরে গলে বদনে রুধির ঢালে,
পায়ে চেপে মহাকালে রাঙ্গা চোকে আড়ে চায়;
হুঙ্কারে মেদিনী ফাটে দশনে রসনা কাটে,
সাবাস এ মেয়ে বটে খাঁড়া হাতে রণে ধায়;
কপালে আগুন তার সৃষ্টি করে ছারখার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মানে হার কে বলো তার দেখা পায়;
লুকোচুরী খেলা করে অধরে না হাসি ধরে,
বেঁধে রাখি আচ্ছা ক'রে পাগ্‌লী যদি ধরা দেয়॥ ৬॥

২রা আষাঢ় ১৩০১

ঝিঁঝিট—একতালা।

কোথা মা অভয়ে ডাকি মা সভয়ে
ভবভয় কি নাশিবে?
আসিয়ে হৃদয়ে ওগো মা সদয়ে
করুণা নয়নে চাহিবে?
ভাসি আঁখিনীরে দেখ না মা ফিরে
পাতকী ব'লে কি ত্যজিবে?

তুমি না চাহিলে ভাসি মা অকূলে
কে আর অধমে তারিবে?
ডুবে যদি মরি কলঙ্ক তোমারি
জগতে সকলে ঘোষিবে,
'মা' ব'লে তা'হ'লে মেদিনীমণ্ডলে
কেহ আর নাহি ডাকিবে॥ ৭॥

৪ঠা আষাঢ় ১৩০১

বেহাগ আড়া।

মাগো দিবে কি চরণ?
সতত ত্রিবিধ-তাপে জ্বলিছে জীবন;
না জানি ভকতি স্তুতি কুকর্ম্মে বিষম রতি
কি হ'বে আমার গতি আসিলে শমন?
ভ্রমিয়া বিষয়-বনে ভুলেছি আপন জনে
মিলিবে মাগো কেমনে তব শ্রীচরণ?
আকুল হ'য়েছে প্রাণ কেমনে পাইব ত্রাণ
দে গো মা চরণে স্থান এই আকিঞ্চন;
হ'য়েছি পাগল পারা বহে দু'নয়নে ধারা
কোথায় রহিলে তারা দাও দরশন;
কাতর সন্তান কাঁদে ব্যথা কি পাও না হৃদে
যাচি ভিক্ষা তব পদে ঘুচাও বেদন॥ ৮॥

৬ই মাঘ ১৩০১

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

দুর্গতিনাশিনি শিবে! দুর্গমে কর নিস্তার,
তোমা বিনা নাহি অন্য ভরসা আমার;
দীনের জননী তুমি পতিত পাতকী আমি
শ্রীপদে প্রণমি তাই ডাকি অনিবার;
ভাসি মা নয়ন-জলে কেমনে রহিলে ভুলে
তনয়ে লহ মা তুলে কোলে আপনার;
ত্যজ তাহে ক্ষতি নাই কিন্তু মনে ভয় পাই
ডুবে পাছে 'দয়াময়ী' নামটী তোমার ॥ ৯ ॥

৭ই মাঘ ১৩০১

ধানশ্রী—একতালা।

(জয়) রাধিকা-রমণ মদন-মোহন
মোহন-মুরলীধারী,
(জয়) গোপিনী-রঞ্জন বিপদ-ভঞ্জন
গোলোক-বিহারী হরি;
(জয়) নীরদ-বরণ অনাথ-শরণ
ভূভার-হরণকারী,
(জয়) শমন-দমন শ্রীমধুসূদন
দুরিত-দুর্গতি-হারী;
(ওহে) অগতির গতি মধুর-মূরতি
ভবের কাণ্ডারী হরি!
(আমার) অন্তিম সময় দিও দয়াময়
ও রাঙ্গা চরণ-তরি ॥ ১০ ॥

৮ই মাঘ ১৩০১

শ্রীশ্রীশিবরূপ ধ্যান।

রাগ ভৈরব—তেতালা।

শিব শিব শঙ্কর শশাঙ্ক-শেখর
সুরপতি সুন্দর শৈলসুতেশ্বর,
রজত-কলেবর কোটীশশী-শুভ্রতর
জ্যোতির্ম্ময় যোগিবর জটাজূট-ধূসর,
শিরে সুরধুনীধর ভালে জ্বলে বৈশ্বানর
নেত্রে সূর্য্য-সুধাকর মধুরে ভয়ঙ্কর,
কণ্ঠে নীল ইন্দীবর দেহে কাল ফণধর
ত্রিশূলডমরু-কর স্বয়ম্ভু মহেশ্বর,
বদনে ববম্ স্বর তাণ্ডবে বিভোর হর
ভস্মমাখা দিগম্বর শম্ভু শ্মশানচর,
আশুতোষ ঈশ্বর প্রেমময় পরাৎপর
মনোবুদ্ধি-অগোচর ভকত-প্রাণেশ্বর,
বিধি বিষ্ণু পুরন্দর পূজে পদ নিরন্তর
পশুপতি পাপহর প্রভু পরমেশ্বর,
বাঞ্ছাকল্পতরুবর ভোলা বিভু বিশ্বেশ্বর
ভবভয়ে রক্ষা কর দীনের দুর্গতি হর ॥ ১১ ॥

শিবরাত্রি ১৩০৫

ভৈরবী— যৎ।

(আমি) থাকব না মা এ সংসারে,
(তারা) তারা তারা তারা ব'লে চ'লে যাব তারাপুরে ;
সুখেতে আর সাধ নাই সাধের মুখে পড়ুক ছাই,
শুধু ও চরণ চাই রাখ্‌ব সদা বুকে ক'রে ;
পথে পথে বেড়াইব প্রাণভরে 'মা' 'মা' বলিব,
প্রাণের জ্বালা জুড়ায় কিনা দেখ্‌ব একবার পরখ ক'রে ॥ ১২ ॥

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬

ধানশ্রী—একতালা।

জয় কালী কপালিনী নৃমুণ্ডমালিনী
শ্মশানবাসিনী শিবে,
নবনীরদ-বরণী বিশ্ববিমোহিনী
শিবোপরি শোভে কিবে,
করে বরাভয় অসি শিরে শিশুশশী
এলোকেশী অনুপমা,
নরকর কটিবাস মুখে মৃদুহাস
স্থিরা সৌদামিনী শ্যামা,
শিব বিরিঞ্চি শ্রীহরি দিবা-বিভাবরী
যে রূপ ভাবেন ধ্যানে,
আঁখি নিমীলিত করি সেরূপ মাধুরী
প্রাণ ভরি হের প্রাণে ॥ ১৩ ॥

শ্যামা পূজার রজনী ১৩০৬

খাম্বাজ—যৎ।

জয় শিব জয় শিব নমো শিব শিব শিব
শিব শিব শিব ব'লে নাশিব সব অশিব ;
শিব শিব শিব ব'লে ভব ভয় যাব ভুলে,
হাসিব নাচিব সদা বলিব জয় শিব শিব ;
বদনে বলিব শিব হৃদয়ে হেরিব শিব,
শিব শিব শিব ব'লে ভূমিতলে লুটাইব ;
বসন ফেলিয়া দিব সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিব
শিব শিব শিব ব'লে গলে ফণী দোলাইব ;
শিব ব'লে প্রেমে গ'লে ভাসিব নয়ন-জলে
পাপরাশি ধুয়ে ফেলে কৈলাসেতে চ'লে যাব ;
সেখানে আনন্দ-মনে মিলি ভূতপ্রেত সনে
শিববামে শিবরাণী হেরে প্রাণ জুড়াইব ॥ ১৪ ॥

শিবরাত্রি ১৩০৬

খাম্বাজ—আড়া।

(তারা) তোমা বিনে জানিনে কিছু আর,
শুধু ও রাঙ্গাচরণ ভরসা আমার ;
(তুমি অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ড-আধার,
তোমা বিনা এ সংসার সকলি আঁধার,
সচেতন অচেতন ভূত ভব্য বর্ত্তমান,
চৈতন্যরূপিণী তুমি প্রাণ সবাকার ;
দারাসুত পরিবার কেহ মা নহে আমার,
এবার জেনেছি-সার মা আমার আমি মার ॥ ১৫ ॥

৮ই শ্রাবণ ১৩০৭

ভৈরবী—মধ্যমান।

তারা-আমার নয়ন তারা,
যে দিকে ফিরাই আঁখি তারাময় সব দেখি,
এ সারা জগত ভরা তারারূপ নিরাকারা;
নয়ন মুদিলে পরে হৃদয়ের স্তরে স্তরে
তারা মায়ের সেরূপ হেরে প্রেমে হই পাগল পারা;
যখন ঘুমায়ে থাকি স্বপনে তারা মাকে দেখি,
প্রাণভরা সে রূপ হেরি আনন্দেতে হই সারা;
পুনঃ আঁখি-উন্মীলনে তারা বই কিছু দেখিনে,
ভিতর বাহির সকল আমার তারারূপে আলো করা॥ ১৬॥

শ্যামা পূজার রজনী ১৩০৭

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কালী কালী কালী কালী কালভীতি-বিনাশিনী,
শ্যামা শিব-মনোরমা সদা শ্মশানবাসিনী;
হরহৃদে নাচে বামা আলুথালু পাগলিনী,
উলঙ্গিনী উন্মাদিনী নরকপাল-মালিনী;
করে অসি মুখে হাসি ভীমা বিশ্ববিমোহিনী,
শিরে শশী মুক্তকেশী ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী;
শান্তি-প্রেমময়ী শ্যামা সদানন্দ-সোহাগিনী,
চিদানন্দ-স্বরূপিণী নিরানন্দ-নিবারিণী;
দীনদয়াময়ি শিবে দুরিত-দুঃখ-হারিণি!
দয়া ক'রে দেখা দে মা হৃদে ধরি পা দু'খানি॥ ১৭॥

১১শে পৌষ ১৩০৮

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আধ বরণ কষিত কাঞ্চন আধ মরকত-জ্যোতি রে,
আধ নবীন-নীরদকান্তি আধ বিজলী-ভাতি রে ;
আধ শিরে শিখিপুচ্ছ-চূড়া আধ মোহন বেণী রে,
আধ কপালে অলকা তিলকা আধ সিন্দূর-বিন্দু রে ;
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল আধ মুকুতা-ছবি রে,
আধ নাসায় তিলক শোভিছে আধ লোলক দোলে রে ;
আধ অধরে মধুর মুরলী আধ ললিত হাস রে,
আধ নয়নে দুঁহু দোঁহাপানে অনিমিখ দিঠি চাহে রে ;
আধ গলে দোলে বনমালা আধ গজমোতি মাল রে,
আধ করে কনক-বলয় আধ হীরক-চুড়ী রে ;
আধ কটিতে পীত ধটী আধ সুনীল শাড়ী রে,
যুগল-চরণে রতন-নূপুর রুণু ঝুণু রুণু বাজে রে ;
নয়ন মুদিয়া হিয়ার মাঝারে শুন রে ওই শুন রে,
যুগল হেরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রাণ ভরি হরি বল রে ॥ ১৮ ॥

৮ই ভাদ্র ১৩১৩

সিন্ধুড়া—একতালা।

(আমি) কেমনে ভুলিব তারে ?
(সে যে) পরাণ পুতলি নয়নের মণি
জীবন-সর্ব্বস্ব ধন ;
(এ কাঙ্গালের আর কি ধন আছে ?)
(সে যে) অন্তরে বাহিরে বিশ্ব-চরাচরে
সতত করিছে খেলা ;

(সেই লীলাময়ী মা যে আমার)
(আমি) যে দিকে নিরখি সেই মুখ দেখি
পরাণ আকুল করা ;
(সে মুখ হেরি কি থির থাক্‌তে পারি ?)
(আমি) ডাকি 'মা' 'মা' বলে ভাসি অশ্রুজলে
তবু সে না দেয় ধরা ;
(সে অধরাকে কে ধর্‌তে পারে ?)
(আমি) ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি
হাসি সে পলায় দূরে ;
(সে যে সদানন্দময়ী আমার)
(আবার) যদি আঁখি মুদি সে রূপ-কৌমুদী
হিয়ার মঝোরে হেরি ;
(আমার হিয়ার ধন সদা হিয়ায় জাগে)
(আমি) কাঁদি নিরবধি হারাইয়া নিধি
কেমনে পাইব তারে ?
(আমার হারানিধি বল কবে বা পাব ?)
(আমি) এ জনমে যদি নাহি পাই তারে
পাই যেন জন্মান্তরে ;
(আমার প্রাণের আশা পূর্ণ কবে বা হবে ?)
(আমার প্রাণের ধনকে প্রাণে পাব)
(আমার সকল জ্বালা জুড়াইব) ॥ ১৯ ॥

১লা শ্রাবণ ১৩১৭

ধানশ্রী—একতালা।

কবে দয়া ক'রে দেখা দিবে মা আমারে
জুড়াবে তাপিত প্রাণ ?
(ওমা শান্তিময়ি মা আমার)
আমি এ জীবনে কভু না হেরিনু তব
সে প্রেমময় বয়ান ;
(ও মা প্রেমময়ি মা তোমার)
আমি যে জ্বালায় জ্বলি দিবস রজনী
সকলি ত তুমি জান ;
(ও মা জ্ঞানময়ি মা আমার)
ও মা তোমা বিনা আর কে আছে আমার
তুমি সে আমার প্রাণ ;
(ও মা প্রাণময়ি মা আমার)
দয়া করে মা আমারে এ জগ মাঝারে
কেহ নাহি আর আন ;
(ও মা দয়াময়ি মা আমার)
মোরে ত্যজিলে সকলে তুলে নিও কোলে
চরণে দিও মা স্থান ;
(ও মা স্নেহময়ি মা আমার) ॥ ২০ ॥

৩১শে শ্রাবণ ১৩১৭

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

দয়া ক'রে দেখা দে মা দীনদয়াময়ি শ্যামা
এ দীন সন্তানের মাগো কেহ নাহি তোমা বিনা,
ত্রিতাপ-জ্বলনে জ্বলি কাঁদি সদা 'মা' 'মা' বলি,
কেমনে আছ মা ভুলি ও মা তারা ত্রিনয়না ?
আমার মুখ চাহিতে কেহ নাই মা পৃথিবীতে
ও রাঙ্গা চরণ দিতে কর' না মা প্রবঞ্চনা ;
অধম পাতকী ব'লে মোরে দয়া না করিলে
এ ভবে তোমারে কেহ 'মা' বলে আর ডাকিবে না :
মরমের ব্যথা শুনে কেহ নাই মা ত্রিভুবনে
তাই তব মুখ পানে চেয়ে আছি শবাসনা ;
বারেক কৃপানয়নে চাহ মা আমার পানে
তব প্রেমমুখ হেরি মরি যেন হররমা ॥ ২১ ॥

৩২শে ভাদ্র ১৩১৭

শ্রীশ্রীহরকালীর যুগলরূপ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আধ বিকচ শ্বেত সরোজ আধ নীল কমলিনী
আধ রজত-ভূধরকান্তি আধ নব কাদম্বিনী,
আধ উজল হীরক খণ্ড আধ ইন্দ্রনীল মণি
আধ অমল শারদ চন্দ্র আধ আঁধার-রূপিণী,
আধ শিরে জটাজূট শোভে আধ লোল-কুন্তলিনী
আধ ভালে জ্বলিছে অনল আধ ইন্দু-কিরীটিনী,

আধ ঢুলু ঢুলিছে নয়ন আধ লোহিতলোচনী
আধ অধরে স্মিত বিকাশ আধ অট্ট সুহাসিনী,
আধ গলে দোলে হাড়মালা আধ নৃমুণ্ডমালিনী
আধ করে রুদ্রাক্ষ-বলয় আধ কাল-ভুজঙ্গিনী,
আধ ব্যাঘ্রচরম অম্বর আধ নরকরশ্রেণী
আধ চরণ নখরে শশী আধ স্থিরা সৌদামিনী,
আঁখি মুদি হের হিয়ার মাঝারে হর-আধ হররাণী
যুগল চরণে জীবন সঁপিয়া কর হরকালী ধ্বনি ॥ ২২ ॥

৮ই আশ্বিন ১৩১৭

বেহাগ—আড়া।

তারা তার মা তারিণি !
(আমি) চির দীন হীন কাঙ্গাল কাতর
চির পাপ-তাপে মলিন জর্জ্জর,
কাল ভয়ে হিয়া কাঁপে থর থর
কোথা কাল-নিবারিণি !
(আমার) অন্তরে বাহিরে অনন্ত আঁধার
চির শোক নিরাশার হাহাকার,
চির অশান্তির অকুল পাথার
কোথা শান্তি-বিধায়িনি !
(একবার) চেয়ে দেখ মাগো করুণা-নয়নে
এই দীন হীন পাতকী সন্তানে,

(সে যে) মরমে পুড়িয়া আকুল পরাণে
কাঁদে দিবস যামিনী,
এ ঘোর বিপদে বিপদনাশিনি!
তুমি না তারিলে ওমা নিস্তারিণি!
(আমার) আর কেবা আছে ওগো মা জননি!
তোমা বিনা ত্রিনয়নি ॥ ২৩ ॥

৯ই আশ্বিন ১৩১৭

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালীর যুগলরূপ।

কীর্ত্তনের সুর।

কালী বল কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ বল ভাই রে
(আর) যেই শ্যামা সেই শ্যাম ভেদ কিছু নাই রে,
শ্যামাশ্যামের যুগলরূপ হের রে ঐ হের রে,
(ঐ উজল কাজল রূপ পাশাপাশি হের রে)
(ঐ কালোরূপ আঁধার নাশী মেশামেশি হের রে)
আধ নবজলধর আধ কালোশশী
(আর) মেঘের কোলে কালোশশী যুগল রূপরাশি,
আধ মাথায় মোহন চূড়া আধ এলোকেশী,
আধ ভালে অলকা তিলকা আধ ভালে শশী
আধ অধরে মধুর হাস আধ অট্টহাসি
আধ করে মোহন বাঁশী আধ ভীম অসি,
আধ গলে বনমালা আধ মুণ্ডমালী
আধ কটিতে পীতধড়া আধ করবেড়া,
আধ চরণে গঙ্গালহরী আধ গঙ্গাধর
(আর) যুগল চরণে লুটিয়া পড়িয়া কালী কৃষ্ণ কালী বল। ॥ ২৪ ॥

১০ই আশ্বিন ১৩১৭

কীর্ত্তনের সুর।

জয় শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা
জয় শ্রীরাধিকা-জীবন,
জয় যমুনা পুলিন শ্রীবৃন্দাবিপিন
জয় শ্রীযুগল-মিলন ;
জয় নবকাদম্বিনী কোলে সৌদামিনী
আহা কি মূরতি মোহন,
জয় কনক-জড়িত মণি মরকত
কি শোভা কি দিব তুলন ;
জয় শিরে শিখিপাখা রাধা নাম লেখা
ললাটে চন্দন লেপন,
জয় কুঞ্চিত কুন্তল করে বলমল
সীমন্তে সিন্দূর শোভন ;
জয় বদনে মুরলী ডাকে রাধা বলি
শুনিলে আকুল পরাণ,
জয় সুমধুর হাস সুধাংশু বিকাশ
প্রেমে ভাসমান বয়ান ;
জয় গন্ধে বনমালা ত্রিভুবন আলা
জগজন-মনোরঞ্জন,
জয় দোলে গজমতি অনুপম জ্যোতি
উরসি হীরক-গঞ্জন ;

জয় নটবর শ্যাম বঙ্কিম সুঠাম
কটি ধটি হেমবরণ,
জয় রাধা বিনোদিনী ইন্দু-নিভাননী
সুচিকণ শ্যাম বসন ;
জয় চরণে নূপুর বাজিছে মধুর
যোগি-ঋষি-প্রাণরমণ,
জয় রুণু রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঝুনু
ঐ শুন পুনঃ ঐ শুন ;
হের কিশোর কিশোরী যুগল মাধুরী
হৃদি মাঝে মুদি নয়ন,
মন পরাণ ভরিয়া শ্রীরূপ হেরিয়া
হরি বল ভরি বদন ॥ ২৫ ॥

১৩ই কার্ত্তিক ১৩১৭

স্ুরট—একতালা।

(মাগো) আর ত আমি বাঁচি না,
(ওমা) মরিয়া মরিয়া ডুবিয়া বাহিয়া
আশী লক্ষ জন্ম করি আনাগোনা ;
(লহ) তোমার সংসার বুঝিয়া এবার
সংসারী হইতে আর মা চাহি না ;
(টের) পেয়েছি গো মজা হয়েছি মা সোজা
আর সাজা মাগো দিওনা দিওনা ;

(মাগো) বড় ঝকমারি হয়েছি আমারি
পায়ে পড়ি বেঁধে আর মা মেরো না ;
(আমি) পাপে তাপে জরা হয়েছি আধমরা
মড়ার উপর খাঁড়া তুল না তুল না ;
(পোড়া) জীবনের ভার বহিতে মা আর
না পারি সহিতে সতত যাতনা ;
(আমার) বুক ফাটে তবু মুখ ফুটে কভু
তোমার নিকটে কিছু মা বলি না ;
(শুধু) শেষের সে দিনে ও রাঙ্গা চরণে
মিশিব কেমনে বলে দে সাধনা ॥ ২৬ ॥

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭

বেহাগ—আড়া।

মাগো কোথায় লুকালি ?
ভব দাবানলে ফেলে কোথা চ'লে গেলি ?
(আমি) দিবানিশি জ্বলি আকুলি ব্যাকুলি
একবারও ভুলি চেয়ে না দেখিলি,
(মাগো) কোথায় রহিলি ওমা মুণ্ডমালি !
তাপিত তনয়ে কেমনে ত্যজিলি ?
(আবার) কত ছলে বলে মায়ার শৃঙ্খলে
মহামায়া মোরে বাঁধিয়া রাখিলি,
(আমি) পলাইতে চাই পথ নাহি দিলি
চারিদিক ঘোর আঁধারে ঘেরিলি,

(ওমা) আঁধার নাশ মা আঁধারনাশিনি !
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে বিজলী উজলি,
(আমি) তব হাসিমুখ হেরি আঁখি মেলি
প্রাণ ভরি সদা ডাকি 'মা' 'মা' বলি ॥ ২৭ ॥

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শ্যামাশিব-রাধাশ্যামের যুগল।

খাম্বাজ—তেতালা।

হরকালী বনমালী প্রেমময়ী প্যারী
আহা মরি কিঁ মাধুরী যাই বলিহারি ;
হিয়ার মাঝারে হেরি পরাণ-পুত্তলি
(সে যে) কভু রাধাশ্যাম কভু শ্যামা-ত্রিপুরারি ;
যুগল রূপের ডালি জলদে বিজলী
(আবার) কোটী শশী কোলে খেলে অমা-বিভাবরী ;
তমালে কনকলতা রহিয়াছে ঘেরি
(আবার) মন্দাকিনী সনে মিলে যমুনার বারি ;
ইন্দীবর অরবিন্দে বিনোদ গাঁথনী
(সে যে) মোতি-মরকতমালা জ্যোতি মনোহারী ;
এস ভাই হিয়া ভরি সেই মালা পরি
(আর) প্রাণ ভরি প্রেমানন্দে বলি হরি হরি ॥ ২৮ ॥

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮

শ্যামা মার বিশ্বরূপ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

পরমা সুন্দরী শ্যামা কে তোমারে বলে কালো ?
(তুমি) অন্তরালে থেকে কর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আলো ;
তরুণ তপনে তুমি কিরণ অরুণোজ্জ্বল
(আবার) শশীর সুষমারাশি সুধাময় সুশীতল ;
প্রকাশে তোমারি দিব্য জ্যোতি প্রজ্জ্বলিতানল
(মাগো) বিজলী-বিকাশে তুমি হাস্য কর খল খল ;
শিশুর অমিয় কান্তি মুখে হাসি নিরমল
(মাগো) মমতা-মূরতি তুমি জননী স্নেহবৎসল ;
সতীর যৌবন-ভাতি হৃদে প্রীতি ঢল ঢল
(মাগো) প্রেমিক-নয়নে তুমি প্রেম-অশ্রু অবিরল ;
বিমল সরসী-জলে বিকসিত শতদল
(মাগো) ফলে সুমধুর রস পুষ্পে তুমি পরিমল ;
তরুলতা-শিরে নব কিসলয় সুকোমল
(আবার) কোকিল-কাকলী তুমি মরালের মদকল ;
সুনীল জলধি-জলে জ্বলন্ত বাড়বানল
(আবার) সমীরের সুখস্পর্শ তারিণি ! তুমি সকল ;
এ হেন মোহন রূপ হেরে হ'য়েছি পাগল,
(আমার) আঁধার প্রাণের মাণিক তুমি বিরাজ মা সমুজ্জ্বল ॥ ২৯ ॥

২১শে মাঘ ১৩১৮

কীর্ত্তনের সুর।

(আমি) আজীবন ভুলে আছি ব'লে মাগো!
তুমি কি আমারে ভুলেছ?
(এই) অধম সন্তানে ওগো মা জননি!
ভুলিতে কি তুমি পেরেছ?
(থাকি) সারাদিন সঙ্গে সাথে মা আমারে
নয়নে নয়নে রেখেছ;
(কোলে) ক'রে বুকে নিয়ে মুখ পানে চেয়ে
সারানিশি বসি জাগিছ;
(পুনঃ) প্রভাত হইলে ঘুম ভাঙ্গি তুলে
কার্য্যে শক্তি মাগো দিতেছ;
(গিয়ে) কার্য্যক্ষেত্রে দেখি সবাকার আগে
সেথা গিয়ে বসে রয়েছ;
(এত) প্রাণভরা প্রেম না হইলে মাগো
জননী হ'তে কি পেরেছ?
(আর) সৃজিয়া এ বিশ্ব বিশ্ব-প্রসবিনি!
সতত সকলে পালিছ॥ ৩০॥

২৮শে মাঘ ১৩১৮

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হর ভোলা দিগম্বর শঙ্কর শ্মশানচর!
(আমার) শ্মশান হৃদয়ে এসে নৃত্য কর নিরন্তর;
হু হু প্রজ্জ্বলিত চিতা জ্বলে সেথা অনিবার
(আমার) প্রাণপোড়া ছাই মাখি সাজিবে তুমি সুন্দর;

কত শত বিহরিছে কালকূট বিষধর
(তাদের) ধ'রে ধ'রে প'রে নিজ অঙ্গের ভূষণ কর ;
উঠে তীব্র হলাহল অহরহ অবিরল
(তুমি) প্রাণ ভরি কণ্ঠ পূরি যত পার পান কর ;
মর্ম্মভেদী মুক্তশ্বাসে বাজাও শৃঙ্গা উচ্চৈঃস্বর
(আর) মাতাও বম্ ববম্ নাদে ব্যোম বিশ্ব চরাচর ;
ভূত প্রেত বাস ভাল আছে সেথা বহুতর
(তারা) যোগাবে যা' চাবে যবে সতত হ'য়ে তৎপর ;
একা না থাকিতে হবে পাবে প্রাণের দোসর
(সেথা) শশ্মানবাসিনী করে বসতি নিশি-বাসর ;
পাগ্‌লী সনে পাগল প্রাণে থাক্‌বে ভাল প্রাণেশ্বর
(আমি) যুগল-মাধুরী হেরি প্রেমে হ'ব গরগর ॥ ৩১ ॥

শিবরাত্রি ৪ঠা ফাল্গুন ১৩১৮

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বড় সাধ আছে মনে খেলিব তোমার সনে
লীলাময় আজি তব আবির-উৎসব দিনে ;
প্রেমের অরুণ রাগ লয়ে ছড়াইব ফাগ
(আর) অশ্রুজলে সিঞ্চি তাহা মাখাব রাঙ্গা চরণে ;
এস এস প্রাণবঁধু এই মধুময় দিনে
(আমার) হৃদি নিধুবনে খেল প্রাণকিশোরীর সনে ;
মরমিয়া সখীগণে সঙ্গে লয়ে সঙ্গোপনে
মাত হে ফাগুয়া রঙ্গে রঙ্গময়ী রাধাসনে :

(আবার) নদীয়ার ভাবে ভোরা হ'য়ে এস প্রাণগোরা
(তোমার) সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে হোলি খেল হৃদয়-প্রাঙ্গণে ;
বহুদিন নাহি দেখা ওহে প্রিয় প্রাণসখা
(আজ) প্রাণেপ্রাণে মাখামাখি এসহে করি দু'জনে ॥ ৩২ ॥

দোলযাত্রা ২০শে ফাল্গুন ১৩১৮

খাম্বাজ—মধ্যমান।

শান্তি দে মা ! শান্তিময়ি ! চির শান্তিহীন প্রাণে
(আমি) নিশিদিন জ্বলে মরি এ ভব-দবদহনে ;
কত শত লক্ষ জন্ম 'মা' বলে মরিনু কেঁদে
(ওমা) তবু না চাহিলি কভু এ দীনে কৃপা-নয়নে ;
তব প্রেমমুখ চেয়ে সব জ্বালা আছি স'য়ে
(ওমা) দেখ'মা ঠেলনা পায়ে এ জীবন অবসানে ;
ওমা তারা ত্রিনয়নে ! কেহ নাই মা ত্রিভুবনে
শরণ লয়েছি তাই মা ! ও দু'টি রাঙ্গা চরণে ॥ ৩৩ ॥

৪ঠা চৈত্র ১৩১৮

লীলাময়ীর অনন্তরূপ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

অন্নপূর্ণারূপে অন্ন দিতেছ দিন-যামিনী
(মাগো) শিবে অন্নদান ছলে পালিছ সকল প্রাণী ;
জীবশিব তব ঠাঁই ভেদাভেদ কিছু নাই
(মাগো) শিব সোহাগিনী তুমি জীবজগজ্জননী ;

বীজে শস্য-প্রসবিনী শস্যে সুধা-সঞ্চারিণী
(আবার) তুমি গো মা অন্নরসে মহাশক্তি সঞ্জীবনী;
তুমি ক্ষুধা তুমি তৃষ্ণা তুমি তৃপ্তিস্বরূপিণী
(আবার) তুমি গো মা রস-রক্ত-কান্তি-পুষ্টি-প্রদায়িনী;
পুরুষ-শোণিতে শুভ্র জ্যোতিরূপে বিহারিণী
(আবার) তুমি মা রমণী-রক্তে জীব-সৃজনকারিণী;
জরায়ু-বিবরে পশি সম সিতপক্ষ-শশী
(তুমি) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দিবানিশি হওগো মা হররাণি!
কালপূর্ণ হ'লে পুনঃ সূতিকাগৃহে শয়ন
কর গো মা শিশুরূপে শিশুশশীকপালিনি!
মাতৃস্তনে ক্ষীরধারা সেও ত তুমি মা তারা!
(আবার) তুমিই করহ পান অমৃতানন্দরূপিণি!
হেরি সে হাস্যবদন প্রেমমাখা অতুলন
জঠর যাতনা যত পাশরে গর্ভধারিণী.
লীলাময়ি! মা গো তব নিত্যলীলা অভিনব
নিমেষে নূতন রূপ ধর মা বিশ্বরূপিণি!
অনন্ত লীলামহিমা কেমনে বুঝিব গো মা
(তুমি) মহেশে মাগাও ভিক্ষা মহেশমনোমোহিনি! ॥ ৩৪ ॥

অন্নপূর্ণাপূজা ১৩ই চৈত্র ১৩১৮

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরমে মরমে মম করুণা তব অসীম,
(ওমা) জাগিতেছে দিবানিশি কখন' তা ভুলিব না;
জননী-জরায়ু ঘোরে রেখেছিলে বুকে ক'রে,
(আমি) হেরিতাম তব জ্যোতিঃ কোটীপূর্ণশশীসমা;

মা ব'লে কাঁদিয়ে যবে প্রথমে পশিনু ভবে,
(তুমি) অমনি আসিয়া শিবে কোলে তুলে নিলে গো মা ;
পিয়ালে পীযুষধারা মাতৃরূপে মাগো তারা,
(আমি) হইনু আপনহারা হেরি ও মুখ-সুষমা ;
সুমধুর সুধারাশি মাখা তব প্রেমহাসি,
(মাগো) অমৃত ঢালিত প্রাণে অমল স্নিগ্ধ জোছনা ;
ক্রমে হামাগুড়ি দিতে শিখিনু যবে খেলিতে,
(তুমি) আমারে আনন্দ দিতে হ'লে মা কত খেলানা ;
ভাই ভগ্নী সখী সখা নানারূপে দিলে দেখা,
(মাগো) কত খেলা খেলাইলে লীলাময়ি! মাগো শ্যামা ;
যবে বাল্য অতিক্রমি যৌবন-কান্তারে ভ্রমি,
(মাগো) তুষিলে রমণীরূপে তুমি প্রাণপ্রিয়তমা ;
জরা-জরজর হ'লে ত্যজিলে মোরে সকলে,
(মাগো) স্থান দিও পদতলে শেষ রক্ষা কর' গো মা ;
জীবনে মরণে মম অশীতি লক্ষ জনম,
(তুমি) সাথে সাথে আছ তবু কভু ত মা চিনিনু না ;
ভাল ক'রে একবার দেখা দেগো মা আমার,
(আমি) প্রাণভরে হেরে তোরে আঁখি দু'টী মুদিব মা ॥ ৩৫ ॥

১লা বৈশাখ ১৩১১

কীর্ত্তনের সুর।

(মাগো) এ ভব গহন বিজন কানন
একাকী ভ্রমিতে পারিনা মা আর ;
(আমি) ভ্রান্ত পথশ্রান্ত হ'য়েছি মা ক্লান্ত
দিগন্ত সন্তত অনন্ত আঁধার ;
(আবার) কৃতান্তের সম মনোবৃত্তি মম
মাঝে মাঝে ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার ;
(প্রাণ) কাঁপে থর থর ধর গো মা ধর
ক্ষীণ জরজর তনয় তোমার ;
(বুঝি) প্রাণান্ত বা হ'ল কালান্তক এল
নিতান্ত নিশ্চিন্ত থেকনা মা আর ;
(ওই) ভয়ঙ্কর বেশে এসে বাঁধে কেশে
বুঝি গো মা শেষে গতি নাহি আর ;
(তুমি) অগতির গতি জগত-প্রসূতি
অনাথের প্রতি চাহ একবার ;
(আর) নাহি আকিঞ্চন এই নিবেদন
পাই যেন রাঙ্গা চরণ তোমার ॥ ৩৬ ॥

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

খাম্বাজ—যৎ।

কেন ভাই জ্ব'লে মর এ ভব দবদহনে
হরি ব'লে চ'লে চল সে চিরশান্তিসদনে ;
আঁখি যথা নাহি ঝুরে বিনা প্রেম-অশ্রুনীরে
প্রিয়বিরহ-জ্বালায় জ্বলেনা জীব যেখানে ;

রোগ শোক ভোগ ক্লেশ পাপ তাপ নাহি লেশ
প্রাণ নাহি পুড়ে তথা দিবানিশি তুষাগুনে ;
নয়নের ভালবাসা প্রেমে প্রতিদান-আশা
না পেলে নিরাশা যথা পশেনা কখন' প্রাণে ;
হৃদে বিষ মুখে সুধা নাহি দ্বন্দ দ্বেষ দ্বিধা
পরস্পরে মিলে যথা সরল প্রেমালিঙ্গনে ;
হ্লাদিনী জ্যোতি-বিকাশে যথা দশ দিশ হাসে ;
প্রীতি-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত প্রতিক্ষণে ;
চল ভাই জুড়াই গিয়া চির-প্রজ্বলিত হিয়া
বিজলী-জড়িত হেরি নব-নীরদবরণে ॥ ৩৭ ॥

২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

জনমে জনমে পুড়ি মা মরমে
কখন'ত কিছু বলি না ;
ভাব'লে কি শিবে চেয়ে না দেখিবে
করিবে কি তুমি ছলনা ?
তুমি অন্তর্যামী তাই জানি আমি
জানিছ সকল যাতনা ;
তথাপি তনয়ে দেখনা মা চেয়ে
এ কেমন ধারা জানি না ;
দুঃখ আছে যত দাও অবিরত
তাহাতে কাতর হ'ব না ;
তব দুঃখহরা নামটী মা তারা
কখনও যেন ভুলি না ;

যেন মা চরমে হর-মনোরমে
চরণে আমারে ঠেল' না ;
সব জ্বালা ভুলে যাব মা তা'হ'লে
আনন্দের সীমা রবে না ;
ও রাঙ্গা চরণে স'পি এ জীবনে
জুড়াব প্রাণের বেঁদনা ;
কালী কালী বলি নয়ন নিমীলি
হেরিব ও রূপ-জোছনা ॥ ৩৮ ॥

১লা আষাঢ় ১৩১৯

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

তারিণি ! ত্রিতাপহরা কোথায় আছ মা তারা !
(আমি) তোমাহারা হ'য়ে আছি সতত জীবন্তে মরা ;
নয়ন আছে মা তবু তোমারে না হেরি কভু,
(ওমা) শ্রবণে না শুনি তব স্নেহবাণী সুধাভরা ;
চেতনা আছে মা বটে চৈতন্য নাহি এ ঘটে,
(তাই) অমিয়-পরশ তব পাই না মা পরাৎপরা ;
চারিদিক হেরি মম ঘেরিয়াছে অন্ধতম,
(ওমা) জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে দেখা দাও মা তিমিরহরা ;
তব পদ ধরি বুকে থাকিব মা চিরসুখে,
(আমি) জুড়াব সকল জ্বালা ওমা হর-মনোহরা ;
প্রাণের নিভৃত স্তরে জনম-জনমান্তরে,
(আমি) হেরিব ও রূপরাশি প্রেমানন্দে হ'য়ে ভোরা ॥ ৩৯ ॥

১১ই আষাঢ় ১৩১৯

বাগেশ্রী—আড়া।

পলকের দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি গিয়ে ?
(আমি) আজীবন কেঁদে কেঁদে পাগল হ'য়েছি গো মা ;
হাঁসিমাখা আঁখি দু'টী হৃদয়ে রয়েছে ফুটি,
(ওমা) কেমনে ভুলিব বল তব সে মুখ-সুষমা ?
তোমার পীযুষ-বাণী প্রাণে হয় প্রতিধ্বনি,
(সদা) মনে হয় ওই শুনি ওমা প্রাণমনোরমা ;
এলোকেশী রূপরাশি অধরে অমিয় হাসি,
(আমি) হেরে হ'য়েছি উদাসী প্রেমসুধাময়ি! শ্যামা ;
তপ জপ যোগ যাগে কিছুতে না মন লাগে,
(ওমা) সতত পরাণে জাগে তব জ্যোতি অনুপমা ;
কবে মা হ'বে সে দিন তোমারে হেরিব পুনঃ,
(মাগো) সঁপিব শ্রীপদে প্রাণ শিব-প্রাণপ্রিয়তমা ॥ ৪০ ॥

২১শে আষাঢ় ১৩১১

ঝিঁঝিট—একতালা।

হরি হরি বল হরি হরি বল হরি হরি বল মনরে,
শ্রীহরি-চরণ স্মরণ-মনন শমনভয় দমন-রে ;
হরি হরি বল ভরিয়া বদন হৃদি ভরি হের হৃদয়-রমণ,
অন্তরে বাহিরে হেরি প্রাণেশ্বরে সফল কর জীবন রে ;
এমন জনম পাইবে না আর হরিনাম-মহামন্ত্র সাধনার,
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জপে সঁপি মন সতত কর সাধন রে ;

স্বরূপ-চিন্তনে হওরে মগন অরূপে হেরিবে সে রূপ চিদ্‌ঘন,
নাম-রূপে ভেদ ঘুচিবে তখন খুলিবে আঁখি নূতন রে ;
তাই বলি মন আপন পাশরি হিয়ামাঝে হেরি সেরূপ মাধুরি,
প্রাণ ভরি মুখে বল হরি হরি স্মরি শ্রীহরি-চরণ রে ॥ ৪১ ॥

২৫শে আষাঢ় ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে রে হরি হরি ব'লে নাচে দু'টী বাহু তুলে
(আমার) হৃদয়-প্রাঙ্গণ মাঝে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা ?
(ও তার) চাঁচর চিকুর কেশ নয়নে নাহি নিমেশ,
ভাবে বিগলিত বেশ আবেশে আপনহারা ;
নবীন-মথিত জনু নবনীত-গড়া তনু,
(ও তার) ছল ছল আঁখি ব'হে ঝরে অবিরল ধারা ;
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে ভাসে প্রেম-অশ্রুজলে,
(সে যে) মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাবে ভোরা ;
বলিতে হবে না আর বুঝেছি আমি এবার,
(এ যে) নাচিছেন ভাবনিধি আমাদের প্রাণগোরা ;
এস এস সবে মিলে হরি ব'লে প্রেমে গ'লে,
সঙ্কীর্ত্তনেশ্বর সনে বাহু তুলে নাচি মোরা ॥ ৪২ ॥

১৯শে শ্রাবণ ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(ও মা) যাই বলিহারি করুণা তোমারি
করুণাময়ি! মা জননি!
(আমার) যা' কিছু যখন হয় প্রয়োজন
তাই দাও তুমি তখনি;
(আবার) না চাহিলে আমি তবু দাও তুমি
ভাল যাহা বুঝ যখনি;
(মাগো) চাহে যদি চিত যা'বুঝ অহিত
কভু না দাও তা' তারিণি!
(ওমা) পেলে মোর ক্ষুধা স্বরগের সুধা
আনি দাও তুমি অমনি;
(আবার) তৃষাতুর হ'লে তুলে নিয়ে কোলে
পিয়াও পীযূষ আপনি;
(মাগো) ভব-দাবানলে জ্ব'লে পুড়ে ম'লে
জুড়াও তাপিত পরাণী;
(দেখো) শেষের সে দিনে দিও মা এ দীনে
ও রাঙ্গাচরণ দু'খানি॥ ৪৩॥

১০ই আশ্বিন ১৩১৯

ভৈরবী—মধ্যমান।

এত ভালবাসা তব কেমনে ভুলিব আমি?
(আমি) যখন যেখানে থাকি সাথে সাথে থাক তুমি;
প্রবাসে সুদূর দেশে আগে আগে চল হেসে
(আমি) সেথায় গিয়া মা দেখি বসিয়া রয়েছ তুমি;

যা' কিছু অভাব হ'বে আগে থেকে মনে ভেবে,
(মাগো) যোগায়ে রেখেছ সব তুমি মা অন্তরযামী ;
আমার ভোজনকালে থাকি তুমি অন্তরালে,
(মাগো) যতনে বীজন কর বুঝিতে নারি মা আমি ;
আমি যবে চলি পথে থাক তুমি সাথে সাথে,
(মাগো) কাঁটা তুলে ফেল দূরে পাছে ব্যথা পাই আমি ;
যবে থাকি ঘুমঘোরে বসিয়া থাক শিয়রে,
(আমি) ঘুমন্ত উঠিলে কেঁদে কোলে ক'রে লহ তুমি ;
প্রেমময়ি ! তব প্রেম না হ'লে হেন অসীম,
(মাগো) নিমেষে নিখিল বিশ্ব হ'ত রসাতলগামী ॥ ৪৪ ॥

১৩ই আশ্বিন ১৩১৯

রামপ্রসাদী সুর।

কালোরূপে ধরা করেছে আলো ?
কালো কালো সবাই বলে কে তারে দেখেছ বলো ;
(সেরূপ) হেরে ভোলা পদতলে প'ড়ে আছে চিরকাল ;
আঁখি মুদি হৃদিমাঝে হেরিলে বুঝিবে ভালো,
(সেথা) কালো শশী দিবানিশি জ্বলিতেছে সমুজ্জ্বল ;
হেরিলে সে রূপজ্যোতি তাপিত প্রাণ হয় শীতল,
(তখন) কেলে মায়ের ছেলে নাচে আনন্দে হ'য়ে পাগল ॥ ৪৫ ॥

১৪ই আশ্বিন ১৩১৯

সাহানা—ঝাপতাল।

তোমা বিনা ওমা আমার কেবা আছে আর ?
তুমি যদি ত্যজ তবে যাব কাছে কার ?
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমি ভগ্নী তুমি ভ্রাতা,
তুমি পত্নী পুত্র কন্যা সকলি আমার ;
তুমি মম প্রিয়তম প্রাণের সুহৃদ-সম,
তোমা বিনা প্রেমময়ি ! সকলি অসার ;
তুমি ক্ষুধার আহার তুমি বারি পিপাসার,
তুমিই তৃষিত প্রাণে অমৃত-সঞ্চার ;
প্রেমের মিলনে প্রীতি বিরহে তুমি মা স্মৃতি,
বিপদ-বিষাদে ধৃতি আশা নিরাশার ;
দীন-দয়াময়ি ! দেখ' দীন-হীনে মনে রেখ',
অন্তিমে দিও মা স্থান চরণে তোমার ॥ ৪৬ ॥

২৪শে আশ্বিন ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(সখি) কানুর পীরিতি হৃদয় দহতি
ধিকি ধিকি দিবারাতি ;
(আমার) খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে
কিছুতে নাহি সোয়াতি ;
(ও তার) ভুবন-ভুলন রূপ অতুলন
ললিত-লাবণ্য ভাতি ;
(আমার) জাগ্রতে স্বপনে সদা জাগে মনে
সে প্রেমময় মুরতি ;

(ও তার) সুধাংশু-বদনে হাস্য বিমোহন
সুচারু দশন-জ্যোতি ;
(আবার) অমিয় বচন হৃদে অনুক্ষণ
শেল সম প্রবিশতি ;
(সখি) কি করি এখন ধরিব জীবন
কি হবে আমার গতি ;
(আমি) জ্বলিয়া মরিনু ভুলিতে নারিনু
কানু সে পরাণপতি ॥ ৪৭ ॥

২৭শে আশ্বিন ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(ও তার) নবীন নীরদ বরণ মোহন
মধুর নীলিম জ্যোতি ;
(আবার) মদন-মোহন রূপ অতুলন
ত্রিভুবন মুরছতি ;
(ও তার) মোহন শিরসি চূড়া বিমোহন
মোহন লাবণ্য ভাতি ;
(আবার) মোহন ললাটে তিলক চন্দন
যেন ঝলকতি মোতি ;
(ও তার) মোহন অধরে মধুর মুরলী
শ্রীরাধে রাধে বোলতি ;
(আবার) মোহন বদনে হাস্য বিমোহন
ভক্ত-চিত চোরয়তি ;

(ও তার) মোহন গলায় বনফুলমালা
দোলতি শোভতি অতি ;
(আবার) মোহন কটিতে ধটি সুচিকণ
বিজলি জনু জ্বলতি ;
(ও তার) মোহন চরণে রতন-নূপুর
মধুর-ধ্বনি বাজতি ;
(ও সে) মোহন কিশোর বামেতে কিশোরী
চিন্তয় দিবস রাতি ॥ ৪৮ ॥

৩০শে আশ্বিন ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

ভেবে বেশ ক'রে বুঝেছি অন্তরে
তোমা বিনা নাহি গতি,
ধ্যানে জ্ঞানে মনে জীবনে মরণে
তুমি হে পরাণপতি ;
কাঙ্গাল বলিয়া করুণা করিয়া
কে চাহে আমার প্রতি,
তোমাধনে তবু স্মরি না হে কভু
আমি অতি মূঢ়মতি ;
মায়ার কুহকে ভুলিয়া তোমাকে
যার সনে করি প্রীতি,
কিছুদিন পরে চাহে না সে ফিরে
এই ত ভবের রীতি ;
ব'লে দাও মোরে কেমনে কি ক'রে
তোমাতে হইবে রতি,
ঘুচিবে আমার প্রাণের আঁধার
হেরিব তোমার জ্যোতি ॥ ৪৯ ॥

১০ই কার্ত্তিক ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আজি কুহু-নিশীথিনী কোথা শশীকিরীটিনি !
কালোরূপে আলো ক'রে এস মা জ্যোতি-রূপিণি !
আছি মা আঁধার ঘোরে হৃদয়ে না হেরি তোরে
আঁধার নাশ মা দেখা দিয়ে আঁধার-নাশিনি !
তব আগমনে ধরা আলোক পুলকে ভরা
অনন্ত আঁধারে আমি পড়ে কি রব জননি !
কোটী কোটী রবি শশী জ্বলে যদি দিবানিশি
তবু সে তিমিররাশি নাশিতে নারে তারিণি !
তুমি না আসিলে শিবে সে আঁধার কে নাশিবে
প্রাণে জ্যোতিঃ প্রকাশিবে স্বপ্রকাশ-স্বরূপিণি !
তব দরশন পেলে প্রেমানন্দে যাব গ'লে
যতনে ধরিব হৃদে রাঙ্গা চরণ দু'খানি,
তব প্রেমমাখা মুখ হেরিলে ঘুচিবে দুঃখ
জুড়াবে সকল জ্বালা আনন্দামৃতবর্ষিণি ! ॥ ৫০ ॥

২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৯ প্রদোষ

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

(হের) মহেশ-মহাদ্রি পরে মহাসুখে নৃত্য করে
মহামেঘপ্রভা ঘোরা মহাকাল-প্রসবিনী,
(ও তার) রূপরাশি অতুলন বাক্যে না হয় বর্ণন
নয়ন হেরিতে নারে সে মহাজ্যোতিরূপিণী ;

(বলি) আঁখি দু'টী মুদি তাই প্রাণের মাঝারে ভাই
প্রাণভরি হের সদা সে প্রাণপ্রতিমাখানি,
(ও তার) কুঞ্চিত কুন্তলরাশি চরণে লুটায় আসি
ভালে জ্বলে বহ্নিশশী নেত্রযুগে দিনমণি ;
(ও তার) ঘন ঘন হুহুঙ্কৃতি পদভরে কাঁপে ক্ষিতি
অধরে হাস্যের জ্যোতি জিনি কোটী সৌদামিনী,
(ও সে) চারু চতুষ্টয় করে নরশির অসি ধরে
ভকত শরণাগতে বরাভয়-প্রদায়িনী ;
(ও সে) শিরোমালা-বিভূষণা দশনে চাপে রসনা
রুধিরপানে মগনা দিগ্বসনা ত্রিনয়নী,
(তারে) দেবগণ জোড় করে চারি দিকে স্তুতি করে
হেন রূপ প্রাণ ভ'রে হের দিবস-যামিনী ॥ ৫২ ॥

২০শে কার্ত্তিক ১৩১৯, দ্বিপ্রহর রজনী

খট ভৈরবী—একতালা।

(জয়) নিবীড় নীরদ নিন্দিত বরণী
নবীন অরুণভাতি,
(ও তার) মধুর মুরতি প্রেমের আরতি
অনুপম তনুদ্যুতি ;
(সে যে) সুচিকণ শ্যাম জ্যোতি প্রাণারাম
সুধারাশি বরষতি,
(ও সে) রূপের তুলনা কি দিব বলনা
ললিত ললাম অতি ;

(ও তার) বিলোল কুন্তল লুটিছে ভূতলে
চরণ চুম্বিতে চায়,
(আর) ভালে সমুজ্জ্বল জলিছে অনল
সুধাংশু বেষ্টিত তায়;
(ও তার) রুধির-রঞ্জিত অধরে হসিত
হুঙ্কারে কম্পিত ধরা,
(করে) নৃমুণ্ড-ধারিণী নৃমুণ্ড-মালিনী
ত্রিনয়নী দিগম্বরা;
(ও তার) চরণ দু'খানি দেব শূলপাণি
আনন্দে হৃদয়ে ধরে,
(আর) বিধি পুরন্দর যতেক অমর
জোড় করে স্তুতি করে;
(হের) নয়ন মুদিয়া হিয়ার মাঝারে
সে প্রাণপ্রতিমা জ্যোতি,
(যার) অনিমেষ আঁখি তব মুখ পানে
চেয়ে আছে দিবারাতি। ॥ ৫২ ॥

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩১১

খাম্বাজ—ঠুংরি।

শ্যামাপদ যুগল বিকচ নলিনে
মম মানস রে মধুপান কর,
বিষয় কাননে আকুল পরাণে
মধু অন্বেষণে মিছে ঘুরে মর;

এ ফুলে ও ফুলে বসিবে যে ফুলে
তীব্র কণ্টকেতে হবে জরজর,
তৃষা মিটিবে না বাড়িবে যাতনা
নিশিদিন বিষে দহিবে অন্তর;
তবে কেন বৃথা কর হেথা সেথা
বস সে চরণ-কমল ভিতর,
পড়ে যার তলে সব জ্বালা ভুলে
আছে প্রেমে গ'লে ভোলা দিগম্বর ॥ ৫৩ ॥

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩১৯

বাগেশ্রী—আড়া।

মানুষ ত মা তোমার হাতের খেলার পুতুলের মত,
তুমি তারে খাওয়াও পরাও শোয়াও বসাও ইচ্ছামত;
নিত্যলীলাময়ী তুমি জগৎ তোমার লীলাভূমি,
মাটীর পুতুল কত শত ভাঙ্গ গড় অবিরত;
মায়ার কলে কুতূহলে নাচাও তারে নানাছলে,
মানুষ নেহাৎ বেহুঁশ নৈলে তোমাকে মা দেখ্‌তে পেত;
সতত থাকি অন্তরে করাও কর্ম্ম ঘাড় ধ'রে,
তবুও সে মনে করে সবই নিজের কেরামত;
মাগো পায়ে পড়ি তোর ভেঙ্গে দে মা মায়ার ঘোর,
আঁখি মিলে দেখি তোরে প্রাণের মাঝে বিরাজিত ॥ ৫৪ ॥

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩১৯

পিলু খাম্বাজ—যৎ।

এমন ক'রে আর ত মাগো পারি না ধরিতে প্রাণ,
এ জনমে এক দিনও না হেরিনু সে বয়ান;
ধ্যানে জ্ঞানে কল্পনা ক'রে চাহিনা দেখিতে তোরে,
আয় মা একবার রূপ ধ'রে হেরে জুড়াই দু'নয়ন;
জানায়ে মনের ব্যথা কত কালের প্রাণের কথা,
চরণ দু'টী বুকে ক'রে শীতল করি জীবন;
সবাই বলে আছ তুমি সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী,
দেখ্‌তে কইত পাই না আমি কেন মা হ'ল এমন?
দয়া করে দেখা গো মা সে রূপ-জ্যোতি সুষমা
অনিমেষ আঁখি ভরি করি সদা নিরীক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩১৭

ভৈরবী—যৎ।

কেমন ক'রে ডাকৃব তোরে ব'লে দেমা জানিনা,
আজন্ম কাতরে ডাকি তবু সাড়া দিলি না;
এ ভবে পশিনু যবে কেঁদেছিনু 'মা' 'মা' রবে,
তদবধি নিরবধি কাঁদি মা হর-ললনা;
মনের সাধে কাঁদাইলি লক্ষ জন্ম ঘুরাইলি,
আর কত কাঁদাবি মোরে কাঁদিয়ে কি তোর আশ মিটে না?
কেঁদে কেঁদে কাল ফুরাল নিকটে আসিল কাল,
কোথায় রহিলি মাগো একবার এসে দেখা দেনা;

সন্তান যদ্যপি মাকে ব্যাকুল প্রাণে সদাই ডাকে,
মা যে স্থির থাকিতে পারে এ কভু হতে পারেনা ;
তাই মা প্রাণে আশা হয় দেখা তোর পাব নিশ্চয়,
তবে কেন লোক হাসাতে করিস্ এত বিড়ম্বনা ॥ ৫৬ ॥

১লা অগ্রহায়ণ ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

ক্রমাগত আনাগোনা করে মা অসংখ্য বার
এ ভব কণ্টক-পথে চলিতে পারিনা আর ;
সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে প্রাণ ওষ্ঠাগত,
এ যাত্রার আর বাকী কত আস্তে কি হবে আবার ?
এবার যদি হয় আসিতে ব'লে রাখি আগে হ'তে,
কোলে ক'রে হবে নিতে পথে চল্‌তে বারংবার ;
অথবা মা হাত ধ'রে চল যদি সাথে ক'রে,
ভুলিব সকল ব্যথা কর-পরশে তোমার,
তব হাস্যমুখ হেরি সব জ্বালা তুচ্ছ করি,
হেসে খেলে অবহেলে তরিব দুঃখ-পাথার ॥ ৫৭ ॥

২রা অগ্রহায়ণ ১৩১৯

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা ।

আর ত ভাল লাগেনা মা তোমা বিনা এ সংসার,
সবই যেন মনে হয় কিম্ভূত আর কিমাকার ;
কুসুমে সুরভি নাই ফলেতে নাহি সুতার,
সুরস সুখাদ্য যত খেতে যেন লাগে ক্ষার ;

বিহঙ্গ-সঙ্গীতে নাহি ধারা স্বর্গীয় সুধার,
মর্ত্তে আর দেখা নাহি যায় ছবি অমরার;
শিশুমুখে মৃদু হাস্যে মাধুরী না হেরি আর,
সুহৃদ্-হৃদয়ে নাহি নাম গন্ধ মমতার:
প্রেমে পরিতৃপ্তি নাই শুনি শুধু হাহাকার,
চারিদিকে সুবিস্তৃত লীলাভূমি শঠতার;
পিশাচের মত হেরি মানবের ব্যবহার,
প্রতি কার্য্যে পরিচয় দেয় স্বার্থপরতার;
ছিন্ন কি হইল মম হৃদয়-তন্ত্রীর তার?
অমৃতে অরুচি কিম্বা সহসা হ'ল আমার;
অথবা জননি! আমি জেনেছি তুমি মা সার,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সর্ব্ব সুখ-শান্তি-সুষমার॥ ৫৮॥

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

পিলু খাম্বাজ—যৎ।

জগৎ যেন খোলস্-ছাড়া খৈয়ে-গোখ্‌রো সাপের মত,
ছোবল দিলেই হয় কেবল ফোঁস করে আছে সতত;
একটু যদি নজর সরে অমনি ফণা তুলে ধরে,
দংশিলে আর বিষ নামে না ঝাড়ন ফুকন কর যত;
দেখ্‌তে মনোহর অতি তা'তেই ভোলে মানব-মতি,
খপ করিয়ে যায় ধরিতে কল কৌশল্ ক'রে কত;
মন্ত্র তন্ত্র পড়ে নানা ভাবে সে কিছু বল্‌বে না,
বোকা মানুষ বোঝেনা যে দুধ কলায় সে ভুল্‌বে না ত;

তাই বলি ভাই ও মন ভোলা সাপের সঙ্গে ছাড় খেলা,
বিষের জ্বালায় জ্বল্‌তে হবে যতই কর কেরামত ;
আর যদি ভাই ! ভাব করিতে পার সেই ভাঙ্গড়ের সাথে,
সর্ব্বাঙ্গে যার সাপের মালা চিরদিন রবে অক্ষত ॥ ৫৯ ॥

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

সিন্ধুভৈরবী---আড়া।

কোথা বাবা বৈদ্যনাথ ! এ অনাথে রক্ষা কর,
অবিরাম ভব-জ্বরে হয়ে আছি জরজর ;
এ জ্বরের নাহি বিরাম সুধু তৃষ্ণা নাহি ঘাম,
আঁখি না মেলিতে পারি সতত আছি অঘোর ;
হাসি কাঁদি বকি কত চলি ফিরি দেখ যত,
সে সব লক্ষণ জেন' বিকারের ভয়ঙ্কর ;
তোমারে আর কিবা কব তুমি ত জান হে সব,
নিদানের যা' হয় বিধান করহে কর সত্বর,
বৈদ্যনাথের দোর ধ'রে যদি কেউ বিখোরে মরে,
জগজ্জুড়ে বল্‌বে সবে বৃথা তুমি নাম ধর ॥ ৬০ ॥

৯ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

সিন্ধুভৈরবী---আড়া।

লোকে তোমায় যে যা' বলুক সে সব কথায় কাণ দিও না,
সরল বিশ্বাস ভরে ক'রে যাও ভাই নাম সাধনা ;
সকল শাস্ত্রে আছে লেখা ডাক্‌তে ডাকতেই পাবে দেখা,
দু'চার দিনে ব্যস্ত হ'য়ে মাঝ দরিয়ায় হাল ছেড়'না ;

তোমার যদি ডোবে ভরা সবাই মজা দেখ্‌বে তারা,
তাই বলি ভাই ও ভোলা মন লোকের কথায় ভুলিও না ;
মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে দিবানিশি ডাক তারে,
কাতর ব্যাকুলান্তরে ডাক্‌লে সে থাক্‌তে পারে না ॥ ৬১ ॥

১০ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

পূরবী---আড়া।

দেখিতে দেখিতে চ'লে বিফলে গেল জীবন,
কভু না হেরিনু তব রাজীব-রাঙ্গা-চরণ ;
ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল বিকল হ'য়ে আসিল,
আর কত দিনে তুমি দিবে বল দরশন?
থাকিতে থাকিতে আঁখি তোমারে যেন নিরখি,
দেখিতে না পাব নাথ! মুদিলে দু'টী নয়ন ;
তাই ডাকি সকাতরে দাও দেখা দয়া ক'রে,
প্রাণ ভরি হেরি তোমারে আস্‌তে না আস্‌তে শমন ॥ ৬২ ॥

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) সম্পদ বিপদ সকলি শ্রীপদ
যুগল ল'য়ে মা তো'র,
(আমি) হৃদি সিংহাসনে পরম যতনে
পূজিমা জনম ভোর ;
(মাগো) তোমারি চরণ স্মরি মা যখন
তখনি সম্পদ মোর,

(আর) ও পদ কমলে বিস্মৃত হইলে
দুঃখের না থাকে ওর ;
(মাগো) তোমারে কব কি আমি মা পাতকী
করিতে না পারি জোর,
(ওমা) দয়া ক'রে যেন দিও শ্রীচরণ
মুছায়ো নয়ন-লোর ॥ ৬৩ ॥

১২ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

কাহারে বলিব বল তুমি যদি না শুনিবে ?
(আমার) প্রাণের ব্যথা প্রাণনাথ তোমা বিনা কে বুঝিবে ?
মরম-বেদনা মম জ্বলে অগ্নিশিখা সম,
(নাথ) তব কৃপাবারি বিনা কেমনে প্রাণ জুড়াইবে ?
কাঙ্গালের ডাকে আর বল প্রাণ কাঁদে কার ?
পাপী-তাপীর আঁখি জল কে বল আর মুছাইবে ?
তাই তব মুখ পানে কাতর তৃষিত প্রাণে,
চেয়ে আছি প্রাণনাথ ! অনিমেষ নিশিদিবে ;
কবে সে আসিবে দিন হ'বে আঁখির মিলন ?
করুণা-নয়নে তুমি হাঁসিমুখে তাকাইবে ;
যত প্রাণের কথা সব ব'লে ব্যথা জুড়াইব,
হৃদে তখন শান্তি-সুধার প্রস্রবণ উছলিবে ;
চরণ দু'টী বুকে ক'রে জড়ায়ে ধরিব জোরে,
ছাড়িব না যত দিন না ওপদে প্রাণ মিশাইবে ॥ ৬৪ ॥

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কত সাজে সাজ তুমি মহামায়া মা জননি !
সকল সময় চিন্‌তে তোমায় নারি অনন্ত-রূপিণি !
কভু শিরে ঘোম্‌টা টানি ঢাকি হাসামুখ খানি.
সাজ পতি-সোহাগিনী সতী কুলসিমন্তিনী ;
কভু বেশ ভূষা প'রে কত হাব ভাব ক'রে,
বিমোহিতে মুগ্ধ নরে সাজ মা ব্যভিচারিণী ;
কভু শ্মশ্রু গুম্ফ পরি পুরুষের রূপ ধরি,
জন্মদাতা হও পিতা ধন্য তুমি কুহকিনী;
জননী রূপেতে পুনঃ জঠরে করি ধারণ,
সন্তান প্রসবি হও স্তন্যসুধা-প্রদায়িনী ;
আবার পাই দেখিতে শৈশব খেলা খেলিতে,
নিত্যলীলাময়ী তুমি হও মা ভ্রাতা ভগিনী ;
কিন্তু মা তুমি যখন প্রেমজ্যোতিঃ-স্মিতানন,
অরুণ নয়নে চাহ ওমা প্রাণ-প্রণয়িনি !
তখনি মায়া তোমারি যাই গো মা বলিহারি,
বিশ্ববিমোহিনী তুমি মায়াবিনীর শিরোমণি ॥ ৬৫ ॥

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩১১

সিন্ধুভৈরবী—ঠেকা।

বাঁধিয়ে বাসনা ডোরে বাঁদর-নাচন নাচিয়ে মার,
(তুমি) নয়-কে হয় ক'রে দেখাও হয়-কে নয় করতে পার ;
দারাসুত-পরিবার দিয়ে কেড়ে লও আবার,
(মাগো) আপনারে ক'রে পর পর কে কর আপনার ;

কলা দেখাও দূর হ'তে মানুষ যেমনি যায় গো খেতে,
সরিয়ে নিয়ে অমনি তুমি হাস্য কর বারংবার ;
ছুঁচো পেঁচা আছে যত দেখাও তাদের দেবতার মত,
সাবাস্ বটে ভেল্কি তোমার তাক্ লেগে যায় ত্রিসংসার।
ওমা যাদুকরের মেয়ে গেছি হতভম্বা হ'য়ে,
কেমন ক'রে শিখ্‌লে তুমি এমন বাজি চমৎকার ? ॥ ৬৬ ॥

১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(মাগো) দেখ দেখ দেখ ফেরো মা এ মুখ
(আমায়) আশা ধ নিরাশ কর'না।
(আমি) বড় আশা ক'রে আছি বুক ধ'রে
(সদা) সহি কত শত যাতনা।
(শুধু) ও রাঙ্গা চরণ স্মরি অনুক্ষণ
(আমি) করি মা জীবন ধারণা।
(মাগো) ভজন পূজন জপ আরাধন
(আমার) সকলি শ্রীপদ-সাধনা ;
(মাগো) জীবনে মরণে ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে
(আমার নাহি মা অন্য বাসনা,
(ওমা) অন্তিমে যখন আসিবে শমন
(তব) শ্রীচরণ যেন ভুলি না ॥ ৬৭ ॥

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

(ও মা) তিমির-বরণী তিমির-হরণী
ত্রিনয়নী হর-ঘরণী,
(তুমি) ত্রিলোকবাসিনী ত্রিতাপনাশিনী
ত্রিগুণধারিণী জননী;
(মাগো) ডাকিনী যোগিনী তোমার সঙ্গিনী
দৈত্য সনে রণরঙ্গিণী,
(আবার) তুমি বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা সনে
খেল মা ত্রিভঙ্গ-রূপিণী;
(আর) গোলোকে তুমি মা কনক-প্রতিমা
রমা রূপে শ্রীনারায়ণী,
(মাগো) বিরিঞ্চি-সদনে হংস-সিংহাসনে
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মসনাতনী;
(মাগো) কৈলাস শিখরে বৃষভ উপরে
তুমি মা মহেশমোহিনী,
(আর) জঙ্গম স্থাবরে ব্যাপ্ত চরাচরে
চৈতন্য-স্থিতি-স্বরূপিণী ॥ ৬৮ ॥

২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

কীর্ত্তনের সুর।

এ মুখ তোমারে দেখাব কি ক'রে
(নাথ) আমি অতি মহাপাতকী,
প্রাণের যাতনা জানাতে পারি না
(আমি) লাজে মরে আছি কব কি?

পাপ-তুষানলে দিবানিশি-জ্ব'লে
(আমি) পুড়ে পুড়ে খাক্ হ'য়েছি,
(সে কথা) বলিতে রসনা সরমে সরেনা
(আমি) মরমে মরমে মরেছি ;
প্রেম ভক্তি আদি নানাবিধ নিধি
(আমি) যা' নিয়ে এ ভবে এসেছি,
(নাথ) একে একে সব অতুল বিভব
(আমি) খোয়ায়ে ফতুর হ'য়েছি ;
(এখন) গিয়াছে সকলি বাকী অন্তর্জলি
(আমি) ও মুখ পানে চেয়ে আছি,
(ওহে) দীননাথ দীনে শরণ-বিহীনে
(রাঙ্গা)চরণে স্থান দিবেনা কি ? ॥ ৬৯ ॥

২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জেনেছি জেনেছি মাগো বুঝেছি মা প্রাণে প্রাণে
তুমি না করিলে দয়া কিছুতেই কিছু হয় না,
যতই করি যতন প্রাণপণে আজীবন
তোমার করুণা-কণা বিনা বৃথা বিড়ম্বনা ;
দৈব বা পুরুষকার সকলি ইচ্ছা তোমার
শুধু হাকু পাঁকু সার মূঢ় মন ত তা' বুঝেনা,
তুমিই করাও কর্ম্ম পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম
কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া পাই মর্ম্মযাতনা ;

মাগো তব ইচ্ছামত চলিছে বিশ্বজগত
জানি তবু কত শত সতত করি বাসনা,
আশা পুষে পরিশেষে মরি মহাতীব্র বিষে
কি জানি কেন যে তবু হয় না মা চেতনা;
কত কাল আর এমন করে থাকৃব মাগো মায়ার ঘোরে
আর যে সদাই প্রাণে ম'রে থাকিতে মা পারিনা,
কবে মা সে দিন হবে আমার আমিত্ব যাবে
যা'কর মা ব'লে পদে পড়িব আর উঠিব না॥ ৭০॥

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

সিন্ধুভৈরবী - আড়া।

তোমারি ইচ্ছার স্রোতে দিয়ে আছি গা ভাসান
এ দিকে ও দিকে ভেসে যেতেছি যে দিকে টান,
বাসনা নাহি মা প্রাণে চেয়ে আছি ও মুখপানে
তাই না ডরি তুফানে কভু না বাহি উজান,
মান-অপমান জ্ঞান নাহি আত্ম-অভিমান
দুঃখ তাপ সব স'য়ে হ'য়ে আছি হতজ্ঞান,
হাঁকু পাঁকু নাহি করি ও রাঙ্গাচরণ স্মরি
দিবানিশি শ্বাস ভরি ডাকি মা জুড়াই প্রাণ,
কবে ভেসে যেতে যেতে মিশিব ও চরণেতে
জুড়াব সকল জ্বালা পাইব মা পরিত্রাণ॥ ৭১॥

৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

সিন্ধুভৈরবী—ঠেকা।

দেখে যাও শুনে যাও ক'রে যাও কর্ম্ম হাবা গোবা বোবা হ'য়ে থেক
দেখ' যেন কখন' ভুলেও কারেও মুখ ফুটে কিছু বল'নাক,
এ সংসার পাঁচ ভূতের মেলা যা'ইচ্ছে তারা ক'চ্চে খেলা
কারোর কথার ধার ধারে না এই কথাটী মনে রেখ',
ও ভাই তাদের রকম সকম বুঝে উঠা বড়ই বিষম
হঁাক'রে থাকরে শুধু দেখে শুনে ঠেকে শেখ',
যত পার সহ্য ক'রে থেক'রে ভাই জেন্তে ম'রে
তা' না হ'লে এমন ফেরে পড়্‌বে তখন মজা দেখ',
যতই মতলব আঁট মনে পারবে না ভাই তাদের সনে
নিজেই দাগা পাবে প্রাণে তাদের আঁট্‌তে পার্‌বেনাক
তাই বলি ভাই ও মন ভোলা অসহ্য হইলে জ্বালা
প্রাণের দায়ে প্রাণ খুলে ভাই প্রাণনাথকে হেঁকে ডেক' ॥ ৭২ ॥

১লা পৌষ ১৩১১

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

কেউ ত কারো নয়রে ওমন তবে কেন কাঁদ এত!
যার জন্য কাঁদ তুমি সে ত কই কাঁদেনা ত.
মায়ার খেলা নেশার স্বপন যা'দেখ সব এজগত
দেখ্‌তে দেখ্‌তে যায় মিলায়ে ছায়াবাজীর ছবির মত,
কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে মরনা কেন অবিরত
কিছুতে আর ফির্‌বে না সে একবার যে হ'য়েছে গত,
তাই বলি ভাই! মিছে মায়ায় হ'ও না রে অভিভূত
মহামায়ার কোলে ব'সে হাস্য কর পার যত ॥ ৭৩ ॥

৩রা পৌষ ১৩১১

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠেকা।

প্রাণঢালা ভালবাসা প্রেমময়ি ! মা তোমার
প্রাণে প্রাণে নিশিদিন স্মরি মা সরমে মরি,
প্রাণের অজ্ঞাতসারে থাকি মা বহিরন্তরে
সাধিছ মঙ্গল মম ওমা সর্ব্বশুভঙ্করি !
যখন থাকি যেখানে থাক মা আমার সনে
নিমেষের তরে মোরে যাও না মা পরিহরি,
সতত স্নেহ-নয়নে চেয়ে আছ মোর পানে
এমন অভাগা আমি চাহিনা নয়ন ফিরি,
আমি যাহা ভালবাসি যোগাও তা' দিবানিশি
সুখ শান্তি সুধারাশি দাও গোমা প্রাণভরি,
নিয়ত প্রেম-সিঞ্চনে তুষিছ তৃষিত প্রাণে
আমি কিন্তু একবিন্দু প্রেম কভু দিতে নারি,
তোমার অসীম প্রেমে মরে মা আছি মরমে
শিখাও মা এ অধমে প্রেমনীতি কৃপা করি,
যেন ষোল আনা প্রাণ করি পদে সমর্পণ
প্রেমানন্দে অচেতন থাকি তোমায় বুকে করি ॥৭৪॥

৮ই পৌষ ১০১১

বেহাগ—আড়া।

বাঁশী বাজে ওই শুনরে ;
দিবস রজনী বাজিছে মুরলী এস এস বলি ডাকিছে আদরে ;
যে বাঁশী শ্রবণে আকুল পরাণে
গ্রহ তারাগণ যে আছে যেখানে,

ছুটে দিবানিশি রবিশশী সনে
অনন্ত গগনে দিগ্ দিগন্তরে ;
যে বাঁশরী স্বরে সুনীল অম্বরে জলধরদল ছুটোছুটি করে,
পবন-পরশে ভাসি প্রেমরসে চপলা চমকে হাসে উচ্চৈঃস্বরে ;

যে বাঁশীর রবে জলধির জলে
অবিরল প্রেম-তরঙ্গ উথলে,
সুধা-সুললিত আনন্দ-কল্লোলে
দশদিক সুখে সতত মুখরে ;
যে বাঁশীর গানে আত্মহারা প্রাণে সমীরণ সদা ধায় সর্ব্বস্থানে,
অবিশ্রান্ত বেগে ফিরিছি সন্ধানে প্রাণকান্ত সনে মিলনের তরে ;

যে বাঁশরীস্বরে ত্যজিয়া ভূধরে
ছুটিছে তটিনী দেশ দেশান্তরে,
হয়ে উন্মাদিনী খরতরঙ্গিণী
নাচিতে নাচিতে মিশিতে সাগরে ;
যে বাঁশীর রবে নিশীথে নীরবে সুরভি কুসুমে পরিমল ঝরে,
মকরন্দ লোভে অন্ধ মধুকর পুঞ্জে পুঞ্জে ছুটে মধুর গুঞ্জরে ;

যে বাঁশরী-ধ্বনি শুনি মহীধর
দ্রব হ'য়ে প্রেমে যামিনী-বাসর,
দর দর অশ্রু ফেলে নিরন্তর
মহাভাবে মগ্ন বিভোর অন্তরে ;
যে বাঁশীর গানে সুমধুর তানে বিহঙ্গমগণ সুধাঢালে প্রাণে,
বসি কুঞ্জবনে বিজন কাননে পরাণ-রমণে ডাকে প্রেমভরে ;

যে বাঁশরী-ধ্বনি শ্রবণে পশিলে
শিশু কেঁদে উঠে জননীর কোলে,
যত ভোলাও তারে কিছুতে না ভোলে
শুধু ফুলে ফুলে কাঁদিয়া শিহরে ;
শুনি যে বাঁশরী নবীনা কিশোরী প্রবাসী পতির প্রেমানন স্মরি,
আঁখিবারি আর নিরারিতে নারি বসন-অঞ্চলে বদন আবরে;
যে বাঁশরী-স্বরে স্মরি প্রাণেশ্বরে
ভাবাবেশে ভক্ত সতত বিহরে,
উন্মত্তের প্রায় কাঁদে উভরায়
ছুটিয়া বেড়ায় পর্ব্বতে প্রান্তরে ;
সঘনে বাজিছে শুন সে বাঁশরী চল চল সবে চল ত্বরা করি,
হেরি গিয়া সেই প্রাণ-বংশীধারী প্রাণের নিভৃত নিকুঞ্জ ভিতরে॥ ৭৫॥

১৬ই পৌষ ১৩১১

কীর্ত্তনের সুর।

(সখি) কে বলে কানুরে কালো!
(সে যে) অকলঙ্ক শশী জ্বলে দিবানিশি
হৃদি মাঝে সমুজ্জ্বল ;
(ও তার) কোটী রবি জিনি বরণ উজল
শ্যাম জ্যোতিঃ সুশীতল ;
(ও তার) অমিয়-মথিত নবনীত জিনি
মুখ কান্তি নিরমল ;
(ও তার) সুচারু বঙ্কিম নয়ন যুগল
সুধারাশি ঢল ঢল ;

(ও তার) অরুণ অধরে সুমধুর স্মিত
ত্রিভুবন করে আলো ;
(ও তার) বদনে মুরলী ধ্বনি সুললিত
পরাণ করে আকুল ;
(ও তার) গলে বনফুল মালা সুচিকণ
দোলে সদা দল দল ;
(ও তার) কটিতটে পীত ধটির লাবণি
বিজলী দ্যুতি বিমল ;
(ও তার) অমল কমল জিনি সুকোমল
রাঙ্গা শ্রীচরণ-তল ;
(ও তার) শ্রীপদ যুগলে নুপূর নিক্কণ
হৃদয় করে শীতল ;
(সে যে) আঁখির অঞ্জন হৃদয়-রঞ্জন
গলিত কাঞ্চনোজ্জ্বল ;
(আমি) সেই কালো যেন হেরি চিরকাল
তোমরা সবাই বল ;
(সেই) কালো বিনা আমি কিছু নাহি জানি
কালোই আমার ভাল ॥ ৭৬ ॥

১৭ই পৌষ ১৩১৯

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তুমি না করিলে দয়া কোথা শান্তি পাব বল ?
তুমি গো মা সুখ-শান্তি সুধাসিন্ধু সুশীতল ;
এ ভব-মরুভূ মাঝে তুমি সরসী বিমল
সংসার বিষবৃক্ষের তুমি মা অমৃত ফল ;

পাষাণ হৃদয়ে তুমি নির্ঝরিণী নিরমল
তুমি মা তাপিত প্রাণে বারিধারা অবিরল ;
দুঃখীর দ্রবিণ তুমি দীন দুর্ব্বলের বল
পাপী তাপী কাঙ্গালের ভরসা তুমি কেবল ;
প্রাণের সুহৃদ্ তুঁমি সর্ব্ব সহায় সম্বল
কেহ আর নাহি মম তুমি ত জান সকল ॥ ৭৭ ॥

২০শে পৌষ ১৩১৯

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

ধন্য মা ! তোমার মায়া-মন্ত্র চমৎকার,
মানুষ বেহুঁশ হ'য়ে করিছে সংসার ;
লাথি ঝাটা জুতো কত খায় নিত্য শত শত
তবুত সতত সবে ভাবে আপনার ;
হলাহল হাতে ক'রে খেয়ে জ্বলে পুড়ে মরে
নিমেষে পাশরে তীব্র জ্বালা যাতনার ;
লোভে অন্ধ হ'য়ে ছুটে ভূতলে পড়িয়া লুটে
ধূলা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে তখনি আবার ;
কাল ভুজঙ্গম ধ'রে আদরে চুম্বন করে
পদে পদে দংশনেও লজ্জা নাহি তার ;
এ তোর কেমন মায়া কায়া ছেড়ে ধরে ছায়া
সুখে নৃত্য করে হেরে স্বপন নিশার ;
ভেঙ্গে দে ভবের নেশা বুক-ভাঙ্গা ভালবাসা
আর মা তামাসা ভাল লাগেনা আমার ॥ ৭৮ ॥

২৩শে পৌষ ১৩১৯

কাফি সিন্ধু—আড়া।

সংসার বিষের লাড়ু চিনি শুধু মাখা গায়
চিনি টুকু ঝ'রে গেলে জ্বলে প্রাণ যাতনায়;
করিয়া মা কত ছল খাওয়াইলি হলাহল
জ্বলিয়া জীবন গেল না বুঝি তোর অভিপ্রায়;
যে দিকে ফিরাই আঁখি সকলি ত দেখি ফাঁকি
তবু বুকে করি রাখি একি মা বিষম দায়;
যতই প্রাণ বার ক'রে যতন করি মা যারে
ততই সে লাথি মারে কি করি বল উপায়;
প্রাণ ভরে ভালবেসে প্রাণে দাগা পাই শেষে
হৃদয় জ্বলে হুতাশে সদা করি হায় হায়;
মাগো কি বলিব আর আপন চপলতার
ফলে জ্বলি অনিবার শরণ লইনু পায়॥ ৭৯॥

২৮শে পৌষ ১৩১৯

বাউলের সুর।

সাধু চেনা হ'ল বিষম দায়,
(তারা) কত সাজ সেজে বেড়ায়;
ভবের ভ্রান্ত মানবে ভোলায় কতই ভাবে
ভাবের ঘরে ক'রে চুরী বাহাদুরী চায়;
(আবার) চেলারা সব মজা করে
(তারে) ভগবান্ ব'লে নাচায়;
কতই কারসাজী করে পোড়া পেটের তরে
কারেও ওষুধ কারেও মন্ত্র তন্ত্র বিতরে,

(আবার) কারোর ঘরের ঘটী বাটী
ভেঙ্গে সোনা ক'র্ত্তে যায় ;
হাঁটু মুড়িয়া ক'সে ঘাড় তুলিয়া বসে
দম্ টিপে চায় কট্ মিটিয়ে নাকের ডগায় ;
(আবার) কতই বুজরুগী করে
(দেখে) দুঃখের উপর হাসি পায় ;
ছেলে পুরুষ মেয়ে ধরে তাদের ছেয়ে
আকাশের চাঁদ হাতে দিবে বলিয়া ভোলায় ;
(আবার) কত ছাঁদের কথা ক'য়ে
(তারা) জগজ্জনের মন যোগায় ;
ছাই ভস্ম মাখে গায় দম্ লাগায় গাঁজায়
শিরে জটা কোপ্নী আঁটা ঘুরিয়া বেড়ায় ;
(আবার) হেলে না ধরিতে পারে
(তারা) কেউটে ধ'র্ত্তে হাত বাড়ায় ;
কত বুদ্ধি কৌশলে শিষ্য করে সকলে
চতুর্বর্গ দিব ব'লে কদ্লাটী দেখায় ;
(শেষে) ভিটে মাটী চাটি ক'রে
(বলে) তল্পী নিয়ে সঙ্গে আয় ;
(তাই) বলি ভাই ওরে থেক' এক জনায় ধ'রে
সাধু খুঁজতে যেও নারে হেথায় সেথায়
(ভুলে) আসল ফেলে নকল ধ'রে
(শেষে) জ্বল্বে চির-যাতনায় ॥ ৮০ ॥

১০ই মাঘ ১৩১৯

খাম্বাজ—ঠেকা।

এতবার এই ভবে করিনু মা আনাগোনা
মহামায়া তব মায়া কিছুই ত বুঝিনু না ;
কি করিলে কি যে হয় করিতে নারি নির্ণয়
বিদ্যাবুদ্ধি সবই দেখি বৃথা শুধু বিড়ম্বনা ;
ভাবি এক হয় আর কারণ না পাই তার
তব ইচ্ছা মনে জেনে সহি মা সব যাতনা ;
যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়
এই বড় মজা দেখি এ সংসারের কারখানা ;
কখন কিরূপ ভাবে চালাও মা এই ভবে
বুঝিতে কাহার সাধ্য বিচিত্র বিশ্বরচনা ;
নিবেদন করি তাই কিছু না জানিতে চাই
পাগল হইয়া থাকি শ্রীপদ যেন ভুলিনা ॥ ৮১ ॥

১৩ই মাঘ ১৩১৯

বাউলের সুর।

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়,
(দেহে) প্রাণ থাকিতে মর্‌তে হয় ;
(ও ভাই) ভক্ত হয় যেজন তার জীবন্তে মরণ
(সে) হাবা বোবা কাণা কালা পাষাণ হ'য়ে রয় ;
(ও সে) আপন ভাবে সদাই থাকে
(শুধু) দু'নয়নে অশ্রু বয় ;
(তার) মুখে কথা নাই (সে) যায় না কোন ঠাঁই
ঘরে ব'সে কাঁদে হাসে একা সব সময়;

(ও সে) কিল খেয়ে কিল চুরী ক'রে
(সদাই) ভূতের বোঝা মাথায় বয় ;
(সে) ভবের ভাবনা কিছুই ভাবে না
চুপ্‌টী ক'রে ঘাপ্‌টী মেরে সকল জ্বালা সয় ;
(ও সে) কাদায় গুন পেতে শুয়ে
(করে) দিনগত পাপক্ষয় ;
(কারোর) কথা শোনেনা (কারোর) কথায় থাকেনা
কারোর কথার ধার ধারেনা নাহি লজ্জা ভয় ;
(তারে) যে যা' বলে শোনে না সে
(শুধু) দ্যালের সঙ্গে কথা কয় ;
প্রাণের মাঝে যে সদাই বিরাজে
তারি সনে প্রেমে ম'জে হয় প্রেমময় ;
(আবার) যার প্রাণ তাই তারেই দিয়ে
(করে) আপন অস্তিত্ব লয় ॥ ৮২ ॥

১৭ই মাঘ ১৩১৯

বাউলের স্থর।

মা কি ব'লে দিব পরিচয় ?
(আমি) আর নাই তোর সে তনয় ;
(ছ'টা) দানবের সনে (ভ্রমি) বিষয়-কাননে
হাতে তুলে মুখে দি মা ফল বিষময় ;
(সদাই) বিষের জ্বালায় জ্ব'লে মরি
(তবু) প্রাণেতে নাই একটুও ভয় ;

(যখন) যেমন হয় খুসী (তাই) করিয়া বসি
আগু পাছু ভাবি না মা কিসে যে কি হয় :
(আবার) নেচে কুঁদে হেঁসে বেড়াই
(মত্ত) বৃথামোদে সব সময় ;
(অত) শত ভাবি না (ভাসাই) মাঝ দরিয়ায় না'
তুফানে না ডরি আমি নির্ভয় হৃদয়.
(শেষে) হালে না পাইলে পানী
(বলি) কর মা যা' ইচ্ছা হয় ;
(তুমি) দিয়াছিলে ধন (কতই) অমূল্য রতন
একে একে সকল গুলি ক'রেছি নয় ছয়.
(এখন্) কড়ার ভিখারী আমি
(মাগো) তবু না চেতনা হয় ;
(আমার) গতি কি হবে আকুল হই তাই ভেবে
শেষের সে দিনে মাগো হ'ও না নিদয় ;
(যেন) জয় কালী জয় কালী ব'লে
(আমি) হই মা ওই শ্রীপদে লয় ॥ ৮৩ ॥

২৪শে মাঘ ১৩১৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যা'খুসী কর মা তুমি আমি কিছু না বলিব
(শুধু) আঁখিজলে তব রাঙ্গা পা দু'খানি মুছাইব ;
দিবানিশি অনিমেষে (ওই) মুখপানে চাহি রব'
(আমি) প্রাণান্তেও কভু মা গো নয়ন না ফিরাইব

দুঃখ তাপ দিবে যাহা নীরবে সকলি সব'
(ও মা) জেনেছি গো মহামায়া সে সব ছলনা তব ;
করমের ফলে নিত্য মরম-যাতনা নব
(ও মা) সহি যে মরমে মরি সে কথা আর কারে কব' ;
দানবদলনী-সুত হ'য়ে হ'লাম দানব
(ও মা) মরণ যে ছিল ভাল বেঁচে আর কি করিব ;
কবে মা সে দিন হ'বে শ্রীপদে প্রাণ স'পিব
(আমি) জনমের মত মাগো সব জ্বালা জুড়াইব ॥ ৮৪ ॥

৫ই ফাল্গুন ১৩১৯

ঝিঁঝিট—একতালা।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ হর হর শঙ্কর বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বল' রে
এ ভব-শ্মশানে ভ্রম শূন্য প্রাণে শ্মশানবাসীরে স্মর রে ;
ভোলানাথের নামে ভবের ভাবনা ভুলেও কভু প্রাণে আসিবেনা
আকুল পরাণে ভবে আনাগোনা করিতে আর হবেনা রে ;
ত্রিতাপ-জ্বলনে জ্বলিতে হবেনা ত্রিপুরারি নামে যাবে রে যাতনা
তাপিত হৃদয় হবে সুধাময় তাও কি ভাই জাননা রে ;
শিবনামে নাশে সকল অশিব তাই বলি ভাই জপ শিব শিব
মন-প্রাণ ভরি দিবস-শর্ব্বরী শ্বাস ধরি নাম রট রে ;
শিব-সংকীর্ত্তন হয় রে যেখানে শিব আসেন সেথা শিবরাণী সনে
যুগল মাধুরী হেরি আঁখি ভরি হর হর বম্ বম্ বল' রে ॥ ৮৫ ॥

২২শে ফাল্গুন শিবরাত্রি ১৩১৯

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সংসার-প্রপঞ্চ রে ভাই! পঞ্চ-তিক্ত পাচন যেমন
নাক কাণ টিপে ঢক্ ক'রে খাও মুদিয়ে দু'টী নয়ন ;
চেখে চেখে খেতে গেলে মর্‌বে বিষের জ্বালায় জ্ব'লে
এ বড় অদ্ভুত ঔষধ জিভে ঠেক্‌লে হয় মরণ ;
বৈদ্যনাথের বিধান ভাল ঔষধার্থে দেন গরল
বিপাকে অমৃত হ'য়ে বিনাশে বিকার-লক্ষণ ;
হইলে বিষম ব্যাধি বিষ-প্রয়োগ আছে বিধি
'বিষস্য বিষমৌষধি' তাওকি জাননা রেমন ॥ ৮৬ ॥

২২শে চৈত্র ১৩১৯

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বুঝেছি তোমার মায়া মহামায়া মা জননি ;
(তুমি) পরকে আপন ক'রে দেখায়ে লুকাও আপনি ;
তোমা বিনা আপনার কে আছে বল' আমার
ছাই ভস্ম ধূলা কাদা নিয়ে ভুলে আছি সদা
তা'ব'লে ভুলিবে কি মা! সদানন্দ-সোহাগিনি!
ধূলা খেলা ল'য়ে ভুলে থাকে ত সবার ছেলে
(ও মা) তা' ব'লে কি ছেলে ফেলে পলায় কভু জননী ?
কোথা আছ দেখা দাও মা কাতর সন্তানে শ্যামা
(ও মা) তোমারে হেরিয়া হিয়া জুড়াই মা হররাণি! ॥ ৮৭ ॥

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

কীর্ত্তনের সুর।

(সখি) কানু সে চিকণ কালা,
ও তার) রূপ অতুলন ভুবন-ভুলন
হেরে হই আপনা ভোলা ;
(তাইতে) কত লোকে কত বলে অবিরত
হমহুঁ অবলা বালা ;
(আমি) আপনা ভুলিয়া সেরূপ স্মরিয়া
বহিগো কলঙ্ক-ডালা,
(পরি) যতনে গাঁথিয়া হৃদয় ভরিয়া
নীলকান্তমণি-মালা ;
(আমি) ভাবি দিবানিশি সেই কালোশশী
সুষমা রাশি উজলা ;
(ও তার) রাতুল চরণে সঁপিয়া জীবন
জুড়াই সকল জ্বালা ॥ ৮৮ ॥

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

গারা ভৈরবী—আড়া।

এ দুনিয়া যা' দেখরে ভাই ! শুধু বিধির বিড়ম্বন
ভিতরে গরল ভরা বাহিরে মধুলেপন ;
পুত্রমিত্র কলত্রাদি মনে বুঝে দেখ যদি
তুষানলে নিরবধি দহে তারা আজীবন ;
প্রিয় বলি এ সংসারে বুকে করি রাখ যারে
সেই তোমারে বারে বারে করিছে তীব্র দংশন ;

দুঃখ তাপ কত শত সহিতেছ অবিরত
তবুত আছ সতত মায়া ঘোরে অচেতন ;
ঝেড়ে ঝুড়ে উঠ এবার ঘুচায়ে মোহ-আঁধার
আঁখি মেলি প্রাণের মাঝে হেররে আপন জন ;
সে যে তব মুখপানে চেয়ে আছে রাত্রদিনে,
ভুলিয়া তারে কেমনে রহিয়াছ অনুক্ষণ ?
সে প্রাণরমণ সনে মিলি প্রেম-আলিঙ্গনে
সদা আত্মহারা প্রাণে কররে কালযাপন ॥ ৮৯ ॥

১১ই অষাঢ় ১৩২০

সিন্ধুভৈরবী—ঠেকা।

এসেছেন আনন্দময়ী নিরানন্দে থেক' নাক'
প্রেমানন্দে প্রাণভরে 'জয়মা দুর্গা' ব'লে ডাক,
মা এসেছেন ধরাতলে উঠ গিয়া মায়ের কোলে
আনন্দে আপন ভুলে আঁখি ভরি মাকে দেখ,
সে রূপ-সুষমা রাশি অধরে অমিয় হাসি
হেরি হর্ষে দিবানিশি আত্মহারা হ'য়ে থাক',
দুঃখ তাপ অগণন সহেছ যা আজীবন
শ্রীদুর্গাচরণে স'পি চির-শান্তি সুখে থাক,
যাঁহার নামস্মরণ দুর্গতি দুঃখ হরণ
আজ তাঁহারি আগমন তাও কি রে ভাই জান' নাক',
সে শিব-সেবিত ধনে প্রাণের নিভৃত কোণে
পূজ পরম যতনে স'পিয়া কায় মনোবাক ॥ ৯০ ॥

২০শে আশ্বিন ১৩১৯ সপ্তমী পূজা

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শ্যামাপদ কোকনদ হৃদয়ে ফুটেছে যার
তা'রে কি ভুলাতে পারে এ ছার সংসার ?
মত্ত সদা মধুপানে থাকে আত্মহারা প্রাণে
ভবের অস্তিত্ব জ্ঞান নাহি থাকে তার ;
প্রাণের নিভৃত কোণে হেরে সে আপন মনে
কোটী রবি জিনি জ্যোতিঃ প্রাণ-প্রতিমার ;
মহামায়া মায়ের কোলে থাকে সে সকলি ভুলে
তারে না বাঁধিতে পারে প্রপঞ্চ মায়ার ;
কিছুই তার না ভাল লাগে মায়ের মুখ চেয়ে থাকে
নিমেষ হইলে হারা বাঁচে না সে আর ॥ ৯১ ॥

২৯শে কার্ত্তিক ১৩২০

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

হৃদি বিল্বতরু মূলে এ ঘোর নিশীথ কালে
ইন্দুমুখী ল'য়ে কোলে কে তুমি রয়েছ বসি ?
শুভ্র সমুজ্জ্বল কান্তি হেরিলে রজত ভ্রান্তি
প্রাণে ঢালে সুধা শান্তি মুখে মৃদু মন্দ হাসি ;
শিরে জটা ঝল্ মল্ তুষার জিনি ধবল
তার মাঝে কল্ কল্ করে গঙ্গা দিবানিশি ;
বিভূতি-ভূষিত ভালে শিশু শশধর কোলে
ধক্ ধক্ সদা জ্বলে অনল মদননাশী ;

আঁখি আধ-মিলিত যেন রবি নবোদিত
বিশ্বপ্রাণ বিমোহিত হেরিলে ও রূপরাশি ;
গলে দোলে হাড়-মাল অঙ্গে ভুজঙ্গ করাল
কটিতটে বাঘছাল পদনখে কোটী শশী ;
ওহে মম প্রাণেশ্বর পরম পুরুষবর
কৃপা করি এই কর যেন ও চরণে মিশি ॥ ৯২ ॥

১১ই ফাল্গুন ১৩২০ শিবরাত্রি, প্রথম প্রহর

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

শিব বম্ শিব বম্ শিব বম্ বম্ বম্ বম্
শিব বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ বল' রে,
মন প্রাণ ভ'রে সতত জপ' রে
শিবনাম সব দুঃখ তাপ হরে,
ভবের ভাবনা রবে না রবে না
শিবনাম সদা রসনায় রট' রে,
মায়াঘোরে কেন আছ অচেতন
ত্রিতাপ-জ্বলনে জ্বলিয়া মর' রে,
হরনামে হিয়া যাবে রে গলিয়া
সুধা-সঞ্জীবনে ডুবিয়া থাক' রে,
নয়ন মুদিয়া পরাণ ভরিয়া
হররূপ হেরি বল বম্ বম্ হরে ॥ ৯৩ ॥

১১ই ফাল্গুন ১৩২০ শিবরাত্রি দ্বিতীয় প্রহর

কীর্ত্তনের সুর।

(হরি) এ ছার সংসার সকলি অসার
সার শুধু তোমার নাম;
(নামের) অক্ষরে অক্ষরে শান্তি-সুধা ক্ষরে
পাপী তাপীর প্রাণারাম;
(নাথ) ভব তুষানলে হিয়া মোর জ্বলে
ধিকি ধিকি অবিরাম;
(তাই) প্রাণের জ্বালায় ডাকি উভরায়
কোথা ওহে প্রেমধাম;
(দেখা) দিও হে এ দীনে শেষের সে দিনে
নব-জলধর-শ্যাম,
(মম) জীবনান্ত কালে জিহ্বা যেন বলে
হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥ ৯৪ ॥

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

কীর্ত্তনের সুর।

নিশি দিন তুমি বাস ভাল মোরে
আমি নারি ভাল বাসিতে,
বল বল কেন হইল এমন
তোমারে নারিনু চিনিতে,
আজীবন নাথ আছ সাথ সাথ
তবু ত না পারি বুঝিতে,
তোমারে ভুলিয়া মরিনু জ্বলিয়া
পশি ভব-দব-বহ্নিতে,

ওহে প্রাণসখা দিও মোরে দেখা
এ দেহে জীবন থাকিতে,
ও রাঙ্গা চরণ দেখিতে দেখিতে
পারি যেন তনু ত্যজিতে ॥ ৯৫ ॥

১লা শ্রাবণ ১৩২১

দেশ—একতালা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
(বল) হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ;
(নামে) রোগ শোক পাপ তাপ ভব-ভয় যায় দূরে,
(ও ভাই) এখনি হিয়া জুড়াবে রে বল' হরে কৃষ্ণ হরে ;
(নামের) বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে পিয়রে বদন ভরে,
(ও ভাই) অবিরাম এই নাম জপরে যতন ক'রে ;
(ও ভাই) আহারে যানে বিহারে সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগরে,
(এই) তারকব্রহ্ম হরের্ণাম রসনায় রট ওরে ;
(এ নাম) সদানন্দ প্রেমানন্দে সতত সাধন করে,
(আবার) যোগী ঋষি প্রেমে ভাসি বলে আর নয়ন ঝরে ;
(এ নাম) গোলোকে ছিল গোপনে গৌর আনিল ভুবনে
(আবার) নেচে নেচে যেচে যেচে বিলায় সবার দ্বারে দ্বারে ;
(নামে) জগাই মাধাই মহাপাপী দু'ভাই গেল ভবপারে,
(এ নাম) একবার ব'লে অবহেলে অজামিল গেল ত'রে,
(এস) মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে সরল ব্যাকুলান্তরে
(বলি) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে ॥ ৯৬ ॥

৬ই শ্রাবণ ১৩২১

কীর্ত্তনের সুর।

হৃদয় নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝারে
(আজ) প্রাণের দুলাল দুলিছে ;
পরাণ-কিশোরী লইয়া শ্রীহরি
(মন) কদম্বের ডালে ঝুলিছে ;
দুঁহু মুখশশী প্রেমানন্দে ভাসি
মৃদু মন্দ হাসি হাসিছে ;
বসি একাসনে দুঁহু দোঁহাপানে
তৃষিত নয়নে চাহিছে ;
হেরি সে মাধুরী আপনা পাশরি
সখীগণ সুখে ভাসিছে ;
বিমোহিত প্রাণে সুমধুর তানে
হিন্দোল রাগিণী গাহিছে ;
তালে তালে তারা নাচে মাতোয়ারা
মাঝে মাঝে বাঁশী বাজিছে ;
বংশীধ্বনি শুনি সকলে অমনি
শ্রীরাধে গোবিন্দ বলিছে ॥ ৯৭ ॥

২১শে শ্রাবণ হিন্দোললীলা ১৩২১

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

তাপিত তৃষিত প্রাণে কর শান্তি বরষণ,
কোথা শান্তিময়ি তারা ! হিয়া জ্বলে অনুক্ষণ ;
কেঁদে কেঁদে হ'নু সারা চেয়ে না দেখিলি তারা
মায়ের এ কেমন ধারা কভু না দেখি এমন ;

পাষাণের মেয়ে ব'লে তনয়ে কি আছ ভুলে
পাষাণ হয়েছি আমি হেরি তব আচরণ ;
প্রাণের মাঝে আছ তুমি সকলের অন্তর্যামী
তাই ভাবি দিবানিশি সহি মা মনোবেদন ;
দেখ' মা চরণে রেখ' সে দিনে না ভুলে থেক'
শিয়রে আসিয়া মোর দাঁড়াবে যবে শমন :
হরনেত্রে যেন হেরি তোমার রূপ-মাধুরী
আঁখি নিমীলিত করি এই মাত্র আকিঞ্চন ॥ ৯৮ ॥

২৩শে আশ্বিন ১৩২১

রামপ্রসাদী সুর।

(তুমি) মঙ্গলময়ী তারিণি !
(আমি) আপন মনের ভ্রমে অমঙ্গল ডেকে আনি ;
তোমার ইচ্ছায় যখন যা' হয় সকলি মঙ্গলময়
(আমি) বুঝিতে নারি মা তাই হিতে বিপরীত গণি ;
লীলাময়ি ! মা আমার তব লীলা বুঝা ভার
(তুমি) খেলার ছলে ভয় দেখালে পলকে প্রমাদ মানি ;
এমন ছেলে কেন হ'লাম জননীরে না চিনিলাম
(আমি) মায়ার বশে ভুলে আছি ও রাঙ্গাচরণ দু'খানি ;
হাসি মুখে দেখা দে মা ! স্নেহময়ি মাগো শ্যামা !
(আমি) তা'হ'লে আর ভয় পাব না দেখিলে তোর
চোক রাঙ্গানি ॥ ৯৯ ॥

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩২১

রামপ্রসাদী সুর।

কালী নামে আছে বুকটা আঁটা ;
কালামুখো কালের মুখে কালী ব'লে মারি ঝাটা ;
কালী বলি পথে চলি ফোটে নাক' পায়ে কাঁটা।
শ্যামা মা মোর সঙ্গে ফেরেন জব্দ আছে শমন ঠেঁটা ;
খেতে শুতে দিনে রেতে ধ'রে আছি নামের খোঁটা।
(তাই) কালী ব'লে বগল বাজাই বেড়াই যেন গুলি ভাঁটা ;
কাল আমারে ছুঁতে পারে এমন কি তার বুকের পাটা।
কালের কাল যার পদতলে আমি সেই করালীর বেটা ॥ ১০০

২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩২১

কীর্ত্তনের সুর।

(জয়) কালী কালী বলি দিয়ে করতালি
নাচ মনোসুখে সবে,
(ও ভাই) তাপিত হৃদয় হবে সুধাময়
দুঃখ তাপ দূরে যাবে ;
(মুখে) কালী কালী নাম জপ অবিরাম
কাল ভয় নাহি রবে ;
(এ নাম) সতত যতনে স্মরণ চিন্তনে
সে রাঙ্গা চরণ পাবে ;
(যার) শীতল ছায়ায় ত্রিতাপ-জ্বালায়
আর না জ্বলিতে হবে ;
(সদা) সদানন্দ সনে বসি একাসনে
প্রেমানন্দে নাম গাবে ॥ ১০১ ॥

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২১

রামপ্রসাদী সুর।

কালী বল মন দিবানিশি ;
খেতে শুতে পথে যেতে নামামৃত-রসে ভাসি ;
কালী ব'লে হৃদ্-মাঝারে হের' রে সে রূপরাশি
(ও সেই) কোটী রবি জিনি জ্যোতিঃ স্নিগ্ধ কোটী পূর্ণশশী ;
ভালে হুতাশন জ্বলে দিগম্বরী এলোকেশী
(ও তার) নয়নে বিজলী খেলে করে বরাভয় অসি ;
নরশিরোমালা গলে মুখে মৃদু মন্দ হাসি
(ও তার) পদতলে প'ড়ে আছে ধূর্জ্জটী মদননাশী ॥ ১০২ ॥

১লা পৌষ ১৩২১

রামপ্রসাদী সুর।

কালী কালী কালী কালী বল মন,
(কালী) নামামৃতসিন্ধু মাঝে ডুবে থাক অনুক্ষণ ;
কালী নামে কতই সুধা বাক্যেতে না হয় বর্ণন
(একবার) বদন ভ'রে কররে পান পাবেরে তার আস্বাদন ;
নামরসে উন্মত্ত হ'য়ে আছেন সদা পঞ্চানন
(তাই) ভূমেতে লুটান হৃদে ধরি রাঙ্গা শ্রীচরণ ;
(ও মন) তোমার পায়ে পড়ি নাম-সাগরে হও মগন
(এ নাম) শুন্‌লে কাণে প্রাণের ভয়ে দূরে পলাবে শমন ॥ ১০৩ ॥

৫ই পৌষ ১৩২১

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কত শত অপরাধ করেছি মা এ জনমে
স্মরিলে সে সব কথা সরমে মরি মরমে ;
যত দোষ করেছি মা করেছ সকলি ক্ষমা
তবুত বিষম রতি ঘুচিল না কুকরমে ;
কভু না করিব আর ভাবি মা অসংখ্য বার
মায়ার কুহকে ভুলে প্রতি পদে পড়ি ভ্রমে ;
কি হবে আমার গতি আমি অতি মূঢ়মতি
কাতরে করি মিনতি চরণে রেখ চরমে ;
তোমা বিনা ও মা আর কে আছে বল আমার
দীন-দয়াময়ী তুমি ও মা হর-মনোরমে ! ॥ ১০৪ ॥

৮ই পৌষ ১৩২১

কীর্ত্তনের সুর।

এস মা এস মা পরাণ-প্রতিমা
জুড়াও তাপিত পরাণী,
(আমার) হৃদয়-গগনে হও মা উদয়
কোটী-শশী-নিভাননী ;
(তুমি) নিবীড় নীরদ- আবৃত হৃদয়ে
সতত হসিত দামিনী,
(মম) মলিন মানস- সরসী সলিলে
তুমি মা বিকচ নলিনী ;
(আমার) নিরাশা-নিশীথ- তিমির গহনে
তুমি জ্যোতিঃ আহ্লাদিনী ;

(আর) ত্রিতাপ-ভীষণ তীব্র তুষানলে
শান্তি-সুধা-স্রোতস্বিনী ;
(আমার) নীরস জীবন- মরুভূ-মাঝারে
তুমি মা তুষার-বর্ষিণী ;
(আর) এ ভব-সাগর অকূল পাথারে
ভবরাণি ! তুমি তরণী ;
(ভাই) বড় আশা ক'রে ডাকি মা তোমারে
ও মা হর-মনোমোহিনি !
(মম) জীবনান্ত কালে হৃদয়-কমলে
রেখ' মা চরণ দু'খানি ;
(আমি) বুকে করি যেন ও রাঙ্গা চরণ
মরিতে পারি মা জননি !
(আর) আঁখি দু'টী মুদি হৃদি মাঝে হেরি
তব জ্যোতিঃ তমোনাশিনী ॥ ১০৫ ॥

১০ই পৌষ ১৩২১

নগর সংকীর্ত্তন।

(হরে) কৃষ্ণ হরে রাম বল্ বদন ভ'রে
(ও তোর) তাপিত হৃদয় শীতল হবে রে ;
হরে কৃষ্ণ হরে রাম মুখে বল অবিরাম
প্রাণের মাঝে হের্‌বে নব-জলধর-শ্যাম,
(নামে) দুঃখ তাপ দূরে যাবে (ও ভাই) ভাস্‌বি সুখ-সাগরে ;

হরে কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম রাম হরে,
প্রাণারাম হরের্ণাম ভব-ভয় হরে,
(নামের) বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে (ও ভাই) ত্রিতাপ-জ্বালা যায় দূরে ;
শিব করিয়া যতন এ নাম করেন সাধন
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত দেবের দুর্লভ রতন,
(ও ভাই) দিবানিশি জপ' হরে (হরে) কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
(হরে) রাম রাম হরে হরে ;
সদা দেবর্ষি নারদ প্রেমে হ'য়ে গদ গদ
অবিরাম বীণা-যন্ত্রে এই গান করে,
(বলে) হরে রাম হরে রাম (হরে) রাম রাম হরে হরে ;
নিতাই প্রেমের ঠাকুর মোদের প্রাণের গৌর
এই হরিনাম যেচে যেচে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে,
(বলে) ও ভাই তোদের পায়ে ধরি (বল্‌রে) হরে কৃষ্ণ হরে হরে
(বল্‌রে) হরে রাম হরে হরে ॥ ১০৬ ॥

১৮ই চৈত্র ১৩২১

ঝিঁঝিট—একতালা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ;
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে রাম রাম হরে
অবিরাম হরের্ণাম প্রাণারাম প্রাণ ভ'রে মন জপ' রে ;
বিরিঞ্চি নারদ শিব পঞ্চানন নামরসে সদা হইয়ে মগন
প্রেমানন্দ ভরে গায় অনুক্ষণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে ;

ধ্রুব উচ্চৈঃস্বরে করিয়া রোদন ডাকে হরি পদ্মপলাশ-লোচন
দেব-ঋষি আসি নাম দেন তারে হরে কৃষ্ণ হরে হরে ;
'ক' দেখে প্রহ্লাদ আকুল-পরাণ কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে হয় হতজ্ঞান
শিশুগণ কর্ণে করায় শ্রবণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে ;
মহাভাব-নিধি ভাসি আঁখি-নীরে কাঁদিয়া বেড়ায় নদীয়া নগরে
মুখে বলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ;
তাই বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম
জপ' সদা হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১০৭ ॥

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

মধুরং মধুরং অতি সুমধুরং
শ্রীরাধামাধব যুগল নাম রে ;
রসময় নাম জপ অবিরাম
ত্রিতাপ-জ্বলন শীতল হ'বে রে ;
নাম উচ্চারিলে প্রেমানন্দ মিলে
প্রীতি-মন্দাকিনী হৃদয়ে বহে রে ;
সে বিমল জলে সতত উছলে
প্রেম-শান্তি-সুধা লহরে লহরে ;
তাই বলি ওরে মম মানস রে
নামরস পানে বিভোর থাক' রে ;
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
রাধাকৃষ্ণ নাম রসনায় রট রে ॥ ১০৮ ॥

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

কীর্ত্তনের সুর।

(ওহে) সকলি তোমার সুন্দর মধুর
প্রেমময়ি! প্রাণেশ্বরি!
(তুমি) সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য- রসের সাগর
অপরূপ আহা মরি!
(তোমার) হৃদয় কোমল বিমল সরল
প্রেমময় বলিহারি;
(আমি স্মরি নিশিদিন ধরি এ জীবন
জীতে পাশরিতে নারি;
(তোমার) সুচারু বদন- লাবণ্য-মাধুরী
ত্রিভুবন মনোহারী;
(আর) অরুণ অধরে সুমধুর স্মিত
ত্রিতাপ শীতলকারী;
(তোমার) অমল উজল প্রেমে ঢল-ঢল
আঁখি দু'টী চিতহারী;
(আর) বচন মধুর প্রেমে ভরপূর
প্রাণে ঢালে সুধাবারি;
(তোমার) দশন-পঁকতি মোতি জিনি জ্যোতি
শশি-কাঁতি অনুকারী;
(আর) শ্যাম সুচিকণ চাঁচর চিকুর
যেন কাদম্বিনী-সারি;
(তোমার) তনু নবনীত অমিয়-মথিত
পরশ চৈতন্যহারী;

(আর) পঙ্কজিনী জিনি সর্ব্বাঙ্গ-সুরভি
পরাণ আকুলকারী ;
(তোমার) মৃদু মন্দ গতি সুললিত অতি
হেরি আপনা পাশরি ;
(আর) অলক্ত-রঞ্জিত যুগল চরণ
যতনে হৃদয়ে ধরি ;
(ওহে) পরাণ কিশোরি! ও রাঙ্গা চরণে
এই নিবেদন করি,
(যেন) তোমার বিমল মাধুরী-সাগরে
মগন থাকিয়া মরি ॥ ১০৯ ॥

২রা আষাঢ় ১৩২২

কীর্ত্তনের সুর।

(বল) কত দিনে আর হইবে আমার
মায়ার বন্ধন মোচন ?
(আর) কবে বল মম মদ-মোহ-তম
নাশিবে মদন-মোহন ?
(বল) কত দিনে নাথ! যাবে কাম ক্রোধ
বিষয়-বাসনা-ছলন ?
(আর) কবে বল মম যাবে ভব-ভ্রম
ঘুচিবে মমতা-লাঞ্ছন ?

(বল) আর কতদিন রব অচেতন
অজ্ঞান-আঁধারে মগন ?
(আর) কতদিনে বল ভুলিব সকল
তব পদে লব শরণ ?
(কবে) ত্যজিব এ ছার প্রপঞ্চ মায়ার
ভজিব ও রাঙ্গা চরণ ?
(হব) তব নামামৃত- পানে পুলকিত
প্রেমে উছলিত-নয়ন,
(ওহে) অনাথ-বৎসল ! কবে হবে বল
আমার সুদিন এমন,
(পাব) তব দরশন অমিয়-প্লাবন
জুড়াব তাপিত জীবন ?
(আর) হেরি প্রাণারাম জ্যোতি অবিরাম
হৃদি-মাঝে মুদি নয়ন,
(আমি) সব জ্বালা ভুলে রব প্রেমে গ'লে
প্রেমময় প্রাণ-রমণ ॥ ১১০ ॥

৩রা আষাঢ় ১৩২২

কীর্ত্তনের সুর।

(আমি) জনমে জনমে ভ্রমি মা ভরমে
শরমে মরমে মরেছি ;
(নিজ) করমের ফলে চরণ-কমলে
দিবানিশি ভুলে রয়েছি ;

(তুমি) দিয়াছিলে সুধা নিবারিতে ক্ষুধা
(আমি) গরল মিলায়ে খেয়েছি;
(এখন) বিষের জ্বালায় মরি যাতনায়
জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হয়েছি;
(আমি) কি ছিনু কি হনু কভু না ভাবিনু
মায়াতে মজিনু ছি ছি ছি,
(এখন) ওমা মহামায়া দিও পদছায়া
শ্রীপদে জীবন স'পেছি ॥ ১১১ ॥

১৪ই আষাঢ় ১৩২২

বেহাগ—আড়া।

কৃষ্ণপ্রেম-আস্বাদন ব'লে কি বুঝান যায়?
(তারে) ব'লে কি বুঝান যায়?
সে সুধা-সমুদ্রে ডুবে যে না আপনা হারায়;
সে প্রেম বিচিত্র অতি অদর্শনে বাড়ে রতি
নিরখি নিমেষ আঁখি নিমীলিতে নাহি চায়;
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানলে অহরহ হিয়া জ্বলে
তবুও প্রেমিক কভু আন পানে নাহি চায়;
নীরবে নির্জ্জনে বসি কাঁদে সে দিবসনিশি
অন্যে কি জানিবে বল কত সুখ সে কাঁদায়;
স'পি তনু মন প্রাণ করে সে তাঁহারি ধ্যান
আপন অস্তিত্ব ভুলি রাঙ্গা চরণে মিশায় ॥ ১১২ ॥

৬ই আশ্বিন ১৩২২

দান মাহাত্ম্য।

(দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে লিখিত।)

নগর সংকীর্ত্তন।

(দীন) দরিদ্রেরে দান কর সবে ভাই!
(এমন) ধর্ম্ম আর এ ভবে নাই;
(জীবে) ক্ষুধার অন্ন দান (সর্ব্ব) পুণ্যের প্রধান
তাই বলি ভাই দীনে দয়া কররে সবাই,
(দানে) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল পাই;
(দিন) এক মুটি দিলে (অন্ন) অনেকের মিলে
ভিক্ষা মাগ্‌তে হয় না যেতে কারেও কোন ঠাঁই,
(তখন) শান্তিসুখে সবাই থাকে হেরে নয়ন জুড়াই;
(পোড়া) পেটের জ্বালায় (লোকে) চৈতন্য হারায়
অভাবে স্বভাব নষ্ট শাস্ত্রে শুন্‌তে পাই,
(তাই) দ্বেষ দ্বন্দ্ব হত্যাকাণ্ড দেশে দেশে হয় সদাই;
(সবে) করিয়া যতন (রক্ষ) তা'দের জীবন
অন্নদানে পাপ তাপ কর নিবারণ,
(তাদের) ক্ষুধার অন্ন ভিন্ন অন্য কিছু আর লক্ষ্য নাই;
(পুত্র) মিত্র পরিজন (প্রিয়) তোমার যেমন
সকল জীবে ভেব তেমন ধর্ম্মের দোহাই,
(জীবের) জঠর জ্বালা সবার সমান তাও কিরে জাননা ভাই;

(যারা) অন্ন বিহনে (ভ্রমে) কাতর প্রাণে
এস রে ভাই তা'দের মুখে আগে দিয়ে খাই,
(নৈলে) সাধনের ধন এত সাধের মানব-জন্মের মুখে ছাই;
(ভবে) যত জীব আছে (জগ) জ্জননীর কাছে
স্নেহের পাত্র সবাই সমান প্রভেদ কিছু নাই,
(জেন) তারাও তোমার প্রাণের দোসর আপন মায়ের
পেটের ভাই ॥ ১১৩ ॥